সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৪৪৭
WEEKLY BOOKLET:447

আমীরে আহলে সুন্নাতের

শৈশব

(পর্ব: ১)



প্রথমে এটি পড়ে নিন

আল্লাহ পাক মানুষকে আশরাফুল মাখলুকাত (অর্থাৎ সৃষ্টির মধ্যে সবচেয়ে উত্তম) বানিয়েছেন, মানুষের জীবনের বিভিন্ন ধাপ যেমন শৈশব, বাল্যকাল, যৌবন, মধ্যবয়স এবং বার্ধক্যের মধ্য দিয়ে যায় এবং প্রতিটি ধাপের ধরন একেক রকম হয়ে থাকে। সাধারণত প্রতিটি মানুষের নিজের শৈশবের সময়গুলো অনেক সুন্দর ও মনোমুগ্ধকর মনে হয়, মানুষ তার জীবনের যেকোন ধাপে পৌঁছে তার হৃদয় শৈশবের দিকে ফিরে গিয়ে বাল্যকালের স্মৃতিগুলো অবশ্যই মনে পড়ে কেননা ওই সময়গুলো এমন ছিল যেটাতে না হিসাব-নিকাশ ছিল আর না দুনিয়ার ঝামেলা, চিন্তা ছিল কম আনন্দ ছিল বেশি। শৈশবে ছোট ছোট জিনিসে বড় বড় খুশির কারণ হতো, কখনো কোন খেলনার জন্য মন মেতে উঠত আবার কখনো কোন মিষ্টান্নের জন্য চেহারা উজ্জল হয়ে উঠত। এই সাদাসিধে আর চিন্তাহীন জীবন পরবর্তীতে স্মৃতি হয়ে হৃদয় টানে। শৈশবের কথাগুলোর স্মরণ শুধুমাত্র ঘটনা নয় বরং জীবনের সুন্দর মূহুর্তের এক ভান্ডার। মাটিতে খেলা করা, কোন সামান্য জিনিসে খুশি হওয়া এবং কখনো কোন ছোট জিনিসের জন্য কান্না করা, এসবকিছু বরং পুরো শৈশব বড় হয়ে মানুষকে এইভাবে স্মরণ আসে যেন সেটা ঠান্ডা হাওয়ার মত করে বয়ে গেছে। এজন্য শৈশবের অপরুপ স্মৃতিগুলো আমাদেরকে প্রশান্তি দেয় আর শৈশবের স্মরণ মানুষের ব্যক্তিত্বের উপরও প্রভাব রাখে। মানুষ যখন জীবনের অভিজ্ঞতা দিয়ে অতিক্রম করে তখন সে বুঝতে পারে যে, আসল শান্তি আর খুশি তো ওই সাদাসিধে জীবনের মধ্যেই ছিল যেটাকে সে ছোটবেলায় সামান্য কিছু মনে করত। শৈশব শেষ হয়ে যায় কিন্তু হৃদয়ে বই থেকে সেটা মুছে যায় না বরং সেটার স্মরণ সময়ের সাথে সাথে আরও গুরুত্বপূর্ণ মনে হতে থাকে, মানুষ নিজের বাচ্চাকে শৈশবের ঘটনাবলী শুনিয়ে শিখানোর চেষ্টা করে থাকে কেননা বাচ্চাদের প্রাথমিক জীবনের জন্য এটা ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। বাচ্চারা যেটা ছোটবেলায় শিখে সেটা তার জীবনভর তার হৃদয় ও মস্তিষ্কে গেথে থাকে, শৈশবের

www.dawateislami.net

স্মরণ দ্বারা একটি সবক এটাও পাওয়া যায় যে, খুশি বড় জিনিসের মধ্যে নয় বরং হৃদয়ের প্রশান্তি আর সাদাসিধে জীবনের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যেই ব্যক্তি শৈশব নেকী, মুসলমানদের কল্যাণ, পবিত্র চিন্তাধারা ও ভালো পরিবেশে অতিবাহিত করেছে, সে অধিকাংশ বিষয়ে ইতিবাচক মনোভাব প্রকাশ করে আর সে নিজের সন্তান, ছাত্র এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের এই বিষয়ে শিক্ষা দেয় আর কিছুলোক নিজের শৈশবের বঞ্চিত হওয়ার বিষয়গুলোকে স্মরণ করে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করে যে, অন্যের জন্য সহজতা সৃষ্টি করব, এইভাবে বাল্যকালের স্মরণ মানুষের চরিত্রের ভিত্তির ভূমিকা রাখে।

দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, আমীরে আহলে সুন্নাত, হযরত আল্লামা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শৈশব ও বাল্যকালের অবস্থা ও ঘটনাসমূহ অনুসন্ধান করে এই পুস্তিকাটি প্রস্তুত করা হয়েছে যে, অবশ্যই এটা বলা যাবে না যে, এই রিসালায় আমীর আহলে সুন্নাতের পুরো শৈশব বর্ণনা করা হয়েছে, আমীরে আহলে সুন্নাতের প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীদের জন্য এই ঘটনাসমূহ থেকে অর্জিত হওয়া শিক্ষাও এই পুস্তিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আশা করা যায় এই পুস্তিকা মাতা-পিতার জন্য বাচ্চাদের চরিত্র ও আচার-আচরণের উত্তম প্রশিক্ষণে সহায়তা করবে। আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে নেক হায়াত দান করুক, তাঁর ও তাঁর মাতা-পিতা এবং পুরো পরিবারকে বিনা হিসাবে মাগফিরাত দান করুক এবং আমাদেরকে তাঁর অনুসরণ করে চলে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগানোর এবং আমাদের নিজেদেরকে বাচ্চাদের কুরআন ও সুন্নাত অনুযায়ী সঠিক প্রশিক্ষণ দেওয়ার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মদীনার প্রেমের মগ্ন আর জান্নাতুল বাকীতে দাফনের প্রত্যাশী

আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী মাদানী عُفِيَ عَنْه

২০ শাবান শরীফ ১৪৪৭, ৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى خَاتَمِ النَّبِيّٖنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশব (পর্ব: ১)

দোয়ায়ে খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত: হে আল্লাহ পাক! যে কেউ এই পুস্তিকা **"আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশব (পর্ব: ১)"** পড়ে বা শুনে নিবে তাকে তোমার প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুবারক শৈশবকালের সদকায় নেক নামাযী ও প্রকৃত আশিকে রাসূল বানিয়ে দাও এবং তার উপর সর্বদার জন্য রাজি হয়ে যাও। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আশিকে দরুদ ও সালাম

হযরত আল্লামা আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه বলেন: শায়খ নুরুদ্দীন শাওয়ানী رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه আমাকে বলেছেন যে, আমি শৈশবে "শাওয়ানী" (নামক শহরে) পশু চড়ায়তাম, আমি রাসূলে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতি দরুদ শরীফ পড়তে এত পছন্দ করতাম যে, আমি আমার খাবার বাচ্চাদেরকে দিয়ে তাদেরকে বলতাম: এই খাবারগুলো খেয়ে নাও এরপর আমরা সবাই মিলে হুযুর صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ শরীফ পাঠ করব। অতএব আমরা দিনের অধিকাংশ সময় রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পড়ে অতিবাহিত করতাম। (আত তাবকাতুল কুবরা লিশ শা'রানী, ২/২৩৩) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক।

www.dawateislami.net

اے مدینے کے تاجدار سلام　　اے غریبوں کے غمگسار سلام
تیری اِک اِک ادا پہ اے پیارے　　سو دُرودیں فِدا ہزار سلام

এ মদীনা কে তাজেদার সালাম　　এ গরীবোকে গমগুসার সালাম
তেরি এক এক আদা পে এ পিয়ারে　　সো দরুদেঁ ফিদা হাযার সালাম

(যওকে নাত, পৃ: ১৭০)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب　　❀❀❀　　صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাবার স্মরণ কাঁদিয়ে দিল (ঘটনা)

এক বাচ্চার বাবা তার জন্মের কিছুদিন পরই ইন্তেকাল করেছিল। একদিন যখন ওই বাচ্চা ঘরের দিকে যাচ্ছিল তখন হঠাৎ তার মনে খেয়াল আসল: "সকল বাচ্চারা নিজের বাবার পাশে যায়, তাদেরকে জড়িয়ে ধরে, তারা তাদেরকে কোলে নিয়ে আদর করে এবং খাওয়ার জিনিস, খেলনা ইত্যাদি নিয়ে আসে। হায়! আমারও বাবা থাকত, আমি তাকে জড়িয়ে ধরতাম আর সেও আমাকে আদর করত" এই খেয়াল আসতে দেরী বাচ্চার কোমল হৃদয় ভেঙ্গে গেল আর সে অঝোরে কাঁদতে লাগল, ছোট ভাইয়ের কান্নার আওয়াজ শুনে বড় বোন তৎক্ষণাৎ চলে আসল আর নিজের ছোট ভাইকে কোলে নিয়ে শান্তনা দিতে লাগল।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এই ছোট বাচ্চাটি আর কেউ নয় তিনি হলেন আমাদের প্রিয় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه যেহেতু তাঁর পিতা তাঁর জন্মের প্রায় এক/ দুই বছরের মধ্যেই হজ্বের যাত্রায় মিনা শরীফে গরমের তাপের কারণে শহীদ হয়েছিলেন,

www.dawateislami.net

এইভাবে তিনি এতিম অবস্থায় শৈশব কাটিয়েছেন। এই ঘটনা থেকে একটি শিক্ষা এটা অর্জিত হয় যে, আমাদের উচিত নিজের আত্মীয়দের মধ্যে এতিম বাচ্চাদের সাথে সুন্দর আচরণ করা কেননা পিতা ও মাতার মতো মহান নেয়ামতের দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর তাদের মত আদর ও মমতা করে এমন কেউ হয়তো পৃথিবীতে আর নেই। শৈশব, বাল্যকাল এবং বিশেষ করে যৌবনকালে যখন মরহুম পিতা ও মাতার কথা স্মরণ হতো অশ্রুসিক্ত হয়ে যেতেন। যাদের মা-বাবা ইন্তেকাল করেছেন তাদেরকে ধৈর্য ও সাওয়াব দ্বারা ধন্য করে আল্লাহ পাক তাদের মাতা-পিতাকে জান্নাতুল ফেরদৌসে তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর প্রতিবেশীত্ব নসীব করুক এবং যাদের মা-বাবা হায়াতে যিন্দেগীতে (অর্থাৎ জীবিত) আছেন তাদেরকে সন্তানের উন্নতী দেখা নসীব করুক, সন্তানদের দুনিয়া ও আখিরাতে মা-বাবার চোখের শীতলতা এবং বিনা হিসাবে ক্ষমার মাধ্যমে বানিয়ে দিক।

اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

শৈশবে সম্মানিত পিতা ও যৌবনে পরিবারের দায়িত্ব ও একমাত্র ভরসা হলো বড় ভাই কিন্তু এক দেড় বছর পর আমীরে আহলে সুন্নাতের আম্মাজন ইন্তেকাল করলেন তো তাঁর উপর পেরেশানের পাহাড় এসে পড়ল আর তিনি রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবারে খুবই ভারাক্রান্ত হৃদয়ে কবিতা আকারে কিছুটা এভাবে ফরিয়াদ করলেন:

گھٹائیں غم کی چھائیں دِل پریشاں یارسولَ اللہ — تمہیں ہو مجھ دُکھی کے دُکھ کا دَرماں یارسولَ اللہ
میں ننھا تھا، چلا والد، جوانی میں گیا بھائی — بہاریں بھی نہ دیکھیں تھیں چلی ماں یارسولَ اللہ
بجُز تو نیست مُونس نیست ہمدَم رَحمتِ عالَم — نظر کُن جانبِ مَابَد نَصیباں یارسولَ اللہ

www.dawateislami.net

ঘাটায়েঁ গম কী ছায়েঁ দিল পেরেশাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ
তুমহে হো মুঝ দুখী কে দুখ কা দরমাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ
ম্যা নন্না থা, চলা ওয়ালিদ, যাওয়ানী ম্যা গেয়া ভাই
বাহারেঁ ভী না দেখি থী চলি মাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ
বাজুয তু নেসত মুনিস নেসত হামদদ রহমতে আলম
নযর কুন জানিব মা বদ নসীবাঁ ইয়া রাসূলাল্লাহ

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে নেকী

যেই বাচ্চার বাবা ইন্তেকাল করে তাকে এতিম বলে। যখন বাচ্চা বালিগ বা বালেগা (ছেলে ১২ বছর আর মেয়ে ১৫ বছরে মধ্যে বালেগ এবং ৯ থেকে ১৫ বছরের মধ্যে বালেগা হয়) তখন এতিম থাকে না। সম্ভব হয়তো কোন এতিমের মাথায় হাত বুলিয়ে দিন আপনার হাতের নিচে যতটি চুল লাগবে প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে নেকী পাবেন।

(মুসনদে ইমাম আহমদ ৮/২৭২, হাদিস: ২২২১৫)

উম্মতের দরদী নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেন: ছেলে এতিম হয়তো তার মাথায় হাত বুলিয়ে সামনের দিকে নিয়ে আসুন আর বাচ্চার বাবা থাকে তো (অর্থাৎ এতিম না হলে) হাত বুলিয়ে গর্দানের দিকে নিয়ে যাবেন।

(মু'জামু আউসাত, ১/৩৫১, হাদিস: ১২৭৯)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এতিমের উপর এক মূহুর্তের স্নেহ আর কিছু সময়ের শান্তনা তার হৃদয়ের জখমের উপর ওই প্রভাব রাখতে পারে যেটা দুনিয়ার বড় থেকে বড় দৌলত পারবে না। এতিমের প্রতি ভালোবাসা, সহানুভূতি ও আন্তরিকতা একটি নৈতিক দায়িত্ব বরং আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির নিয়ত থাকে তো অনেক বড় নেকীও বটে।

www.dawateislami.net

বেলাদতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমার বড় বোন আমাকে বলেছেন যে, ২৬ রমযান শরীফের পর (অর্থাৎ ২৭ রমযানুল কারীম শবে কদরের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণের কিছুক্ষণ পূর্বে) মুস্তফা মসজিদের নিকটস্থ মুমবাই বাজার খারাদার, করাচী পাকিস্তানে আমার জন্ম হয়েছে। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বয়স যখন ছয় মাস হলো তখন তাঁর পিতামাতা পুরাতন বাদামী মসজিদের গৌগলীতে চলে যান। সৌভাগ্যক্রমে ঘর থেকে মসজিদের দূরত্ব এতটুকু ছিল যে, ঘরের মেইন দরজা থেকে মসজিদ দেখা যেত। ব্যস এটাই সেই ঘর ও গলি ছিল যেখানে আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশব, বাল্যকাল ও অধিকাংশ যৌবন অতিবাহিত হয়েছে। উপমহাদেশ (ভারত ও পাকিস্তান) ভাগ হওয়ার আগে থেকেই এই ভবনটি নির্মাণের দিক দিয়ে খুব মযবুত ছিল। পুস্তিকা লেখক (আবু মুহাম্মদ তাহির عُفِيَ عَنْه) এর কিছু বছর পূর্বে মাদানী চ্যানেলের টিমের সাথে ওই ঘরের রেকর্ডিংয়ের জন্য গেল তো আমীরে আহলে সুন্নাতের সেই বাসভবনের দ্বিতীয় তলাটি পরিপূর্ণ জরাশীর্ণ হয়ে গিয়েছিল, সেটাতে যাওয়ার কোন রাস্তাও ছিল না বরং শুধুমাত্র সেটার চারিদিকে দেওয়ালগুলো অবশিষ্ট ছিল, প্রথম তলার উপর ছাদও তখন অবশিষ্ট ছিল না, অবশ্য এক ইসলামী ভাই প্রথম তলা পর্যন্ত যাওয়ার জন্য আমাদের জন্য কিছু রাস্তা বানিয়ে দিল তো সেটা দেখে আমি আর ওখানে থাকা ডাইরেক্টর ইসলামী ভাই অবাক হয়ে গেলেন যে, এই রাস্তা দেওয়ালের মধ্যে লাকড়ির স্তম্ভগুলো স্থাপন করা হয়েছিল যা এই ভবনটির নির্মাণের সময় ব্যবহার করা হয়েছিল। হতে পারে এই ভবনটির বয়স একশত বছর পূর্ণ হয়ে গিয়েছে কিন্তু বিদ্যমান ভবনটি বর্তমান নির্মিত

www.dawateislami.net

ভবনগুলোর চেয়ে অনেক বেশি মযবুত ছিল। এখন নির্মাণ হওয়া অনেক বিল্ডিং (Buildings) এর উপাদান ইত্যাদিতে সময়ের সাথে সাথে বিভিন্ন সংমিশ্রণ ও অবহেলার কারণে কয়েকমাস বা কয়েক বছর আগেই নির্মিত হওয়া ভবন ধ্বসে পড়েছে। আল্লাহ পাক নির্মাতা ও নির্মাণ ব্যবস্থাপক এবং রাজমিস্ত্রিসহ সকলকে নেক হায়াত দান করুক যে, সে যেন কখনো কোন মানুষে প্রাণ নিয়ে না খেলে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

গৌগলী (মিঠাদর, করাচীর) সেই ঘরের স্মৃতি

আমীরে আহলে সুন্নাতের গৌগলী, করাচীর ঘরের তাঁর জীবনের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রয়েছে। এটি দুই তলা বিশিষ্ট ভবন ছিল। সর্ব প্রথম স্মৃতি হলো এটি যে, ওই ঘরে তাঁর সম্মানিত পিতা তার পরিবারের সাথে কিছু বছর অতিবাহিত করেছেন অতঃপর সেখান থেকেই হজ্বের জন্য সফরে রওনা করেছেন। এইভাবে আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিত পিতার সম্পর্কের সাথে এই ঘরটির এই একটি গুরুত্বপূর্ণ স্মৃতি। এই ঘরেই আমীরে আহলে সুন্নাতে বড় ভাই মরহুম আব্দুল গণী সাহেবের বিবাহ হলো তখন তিনি তার পরিবারের সাথে এক কক্ষে থাকতেন এবং অপর কক্ষে আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর আম্মা ও বোনদের সাথে থাকতেন। বড় ভাইয়ের ইন্তেকালের পর তা মা গভীর শোকে ভুগছিলেন এবং তিনিই ওই ঘরে ইন্তেকাল করেন যেটার পরিপূর্ণ ঘটনা "ফয়যানে উম্মে আত্তার" পুস্তিকায় পড়তে পারেন, সামনে আরও অগ্রসর হই তো আমীরে আহলে সুন্নাতের বিবাহ ওই ঘরে হয়েছে এবং আমীরে আহলে সুন্নাতের ওয়ালিমা অনুষ্ঠান তাঁর প্রতিবেশী মরহুম হাজ্বী হারুনের ঘরের নিচ তলায় খুবই সাদাসিধেভাবে হয়েছিল।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে প্রথম মসজিদ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আল্লাহ পাকের দয়ায় আমি গৌগলী মিঠাদর, পুরাতন শহর এলাকা, করাচীর যেই মহল্লায় তাঁর জ্ঞান-বুদ্ধির বিকাশ ঘটেছিল ওখানকার মসজিদে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর আশেক ছিল। ওই মসজিদের নাম "বাদামী মসজিদ"। ওই মসজিদ শরীফের জায়গা কম ছিল কিন্তু এখন খুবই আলীশান ভবন আকারে হয়েছে। এই এলাকার বড় আলীশান মসজিদ এটি, এই মসজিদে গিয়ারভী, বারভী শরীফের বারো ও রজব শরীফে খাজায়ে খাজেগান হযরত মঈন উদ্দীন চিশতি আজমেরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর স্মরণে ছয়টি বয়ানাত হতো, শেষে সালাতু সালাম এবং নিয়ায তথা তাবারুক স্বরুপ বিস্কুট, কেক এবং মিষ্টান্ন এর ছোট ছোট প্যাকেট বন্টন করা হতো। যদি কোন বড় মাহফিল হতো তখন মালয় মিষ্টি (একটি বিশেষ মিষ্টান্ন) ইত্যাদি বন্টন করা হতো। শৈশবকাল থেকেই এই মসজিদে নাত ও اَلصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلَيْكَ يَارَسُوْلَ الله এর আওয়াজ কানে বাজতে রইল। এই মসজিদেই ১২ রবিউল শরীফে নবীয়ে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর মুয়ে মুবারক (তথা চুল মুবারক) এর যিয়ারত লাইন ধরে করানো হতো, তিনিও অনেকবার এই আনন্দঘন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করার সৌভাগ্য অর্জন করেছেন। মসজিদে রমযানুল কারীমের শেষ দিনসমূহে আল বিদা পড়া হতো এবং মহামান্বিত রাতসমূহে যেমন জশনে বেলাদতে লাইটিং করা হতো। আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিতা আম্মা তাঁকে ফজরের নামাযের জন্য তুলে দিয়ে ভাইয়ের সাথে মসজিদে পাঠিয়ে দিতেন। اَلْحَمْدُ لِلّٰه এইভাবে না ছোটবেলা থেকেই মসজিদে যাওয়ার রাস্তা দেখার সুযোগ মিলেছে বরং "ইয়া রাসূলাল্লাহ" এর ধ্বনি, "ইয়া গাউসে আযম" এর স্লোগান

www.dawateislami.net

শোনার এবং জশনে বেলাদতের ধুমধাম আয়োজন দেখার সাথে সাথে আল বিদা মাহে রমযান পড়ার, শোনারও সুযোগ হয়েছে।

আমীরে আহলে সুন্নাতের পরামর্শ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বাচ্চারা সরল (অর্থাৎ একটি সাদা বোর্ডের ন্যায়) হয়ে থাকে, সাদা বোর্ডে যা-ই লিখা হয় সেটা নকশা হয়ে যায়। রাসূলে করীম صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "حِفْظُ الْغُلَامِ كَالنَّقْشِ فِي الْحَجَرِ" অনুবাদ: ছোট বাচ্চাদের মুখস্ত করাটা পাথরের উপর লিখার মত। (আল ফকিয়া ওয়াল মুতাফাক্কিয়া, ২/১৮০, নং: ৮২০) কেননা ছোট বাচ্চার স্মৃতিশক্তি (অর্থাৎ মেমোরি, স্মৃতিপট ও ধারণ ক্ষমতা) মযবুত হয়ে থাকে, সে যেটাই মুখস্ত করে সেটা তার মস্তিষ্কে এমনভাবে গেথে যায় যেমনটি পাথরের উপর দাগ বসে যায়। (ফয়যুল কদীর, ৩/৫১৩, হাদিসের পাদটীকা: ৩৭৩৩) اَلْحَمْدُ لِلّٰه ছোটবেলায় আমীরে আহলে সুন্নাতের মস্তিষ্কে নাত ও দরুদ বিশিষ্ট মহল এমনভাবে বসে গিয়েছে যে, এখনো পর্যন্ত না জানি কত মাদানী রঙ এনে দিয়েছেন। একজন মুসলমানের জন্য মহল্লার মসজিদ অনেক বড় গুরুত্বপূর্ণ, পাঁচ ওয়াক্ত নামায অথবা কমপক্ষে জুমার নামায এবং দুই ঈদের নামায ইত্যাদিতে নিজের পার্শ্ববর্তী মসজিদে আসা-যাওয়া হয়ে থাকে এবং মানুষের ধর্মীয় চিন্তাধারায় এলাকার মসজিদের বড় ভূমিকা (Role) থাকে। এলাকার মসজিদে আশিকানে রাসূলের আয়োজন থাকলে অথবা ইমাম আশিকে রাসূল হয়তো তিনি ইশকে রাসূলেল সুধা পিয়ালা ভরে ভরে পান করাবেন আর যদি এটার বিপরীত হয় তবে প্রভাবও উল্টো হবে এবং আকায়িদ খারাপ হতে পারে, যেটা জাহান্নামের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হওয়ার কারণ হতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে এর পূর্বে ঈমান ও সহজতার সাথে মদীনায়ে শাহাদাত নসীব

www.dawateislami.net

করুক। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বারবার মাদানী মুযাকারায় আশিকানে রাসূলকে এই মূল্যবান মাদানী ফুল তথা উপদেশ দিয়ে থাকেন যে, যখনই ঘর পরিবর্তন অথবা নতুনত্ব আসবে তখন সর্বপ্রথম এটা দেখবেন যে, ওই ঘরের নিকটস্থ মসজিদের লোক কোন আকিদার, যদি ওই মসজিদ আশিকে রাসূল ও হুযুরে গাউসে পাক শায়খ আব্দুল কাদির জিলানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর আশিকদের হয় তবে اِنْ شَآءَ الله আপনি ও আপনার বাচ্চাদের মধ্যে ইশকে রাসূল ও মুহাব্বতে আউলিয়ার আলো ছড়িয়ে পড়বে এবং খোদা না করুক যদি ঘটনা এর বিপরীত হয় তবে ফলাফল অনেক ভয়ানক হতে পারে, বুদ্ধিমানের জন্য ইশারাই যথেষ্ট। (মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৫/২১)

আমীরে আহলে সুন্নাতের স্কুল

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রাথমিক শিক্ষা ঘরের পাশে খারাদারের এলাকায় একটি প্রসিদ্ধ স্কুল "মাদারাসায়ে ইসলামিয়া নম্বর ২" থেকে অর্জন করেন। এই স্কুলটি গুজরাটি মিডিয়াম ছিল আর তিনি দুনিয়াবী শিক্ষা অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত অর্জন করেন। তাঁর স্কুলে একজন শিক্ষকের হাতে সাধারণত লাঠি থাকত। তার অভ্যাস ছিল যে, কিছুক্ষণ পর পর স্কুলে একটা চক্করও লাগাতেন আর জোরে জোরে দেওয়ালে লাঠি দিয়ে আঘাত করতেন, যেটার আওয়াজ শুনে বাচ্চারা কেঁপে উঠত, এই কঠিন শাস্তির কারণে কোন বাচ্চার ক্লাসে দেরী করে আসা বা ছুটি করা অসম্ভব ছিল যদিওবা ওই শিক্ষক অনেক সময় লাঠি ব্যবহার করতেন না কিন্তু তার উপস্থিতি ও ভয়ই যথেষ্ট ছিল। (সিলসিলা আমীরে আহলে সুন্নাত কি কাহানি, পর্বঃ ৪। সিলসিলা দিলোঁ কি রাহাত, পর্বঃ ৫)

www.dawateislami.net

মাইর ভালো না

এইভাবেই স্কুল জীবনে তিনি অপর এক শিক্ষকের সম্মুখীন হন তিনিও অনেক কঠোর ছিলেন, তিনি ক্লাসে আসতেন এসে কারো দিকে তাকিয়ে মুচকি হাসতেন যদি তার প্রতুত্তরে কেউ মুচকি হাসতো তাহলে তাকে পিটুনি দিতেন। আল্লাহ পাক তাকে মাফ করুক কেননা শিক্ষকও ছাত্রদের অন্যায়ভাবে মারতে পারে না। হায়! তিনি যেই ছাত্রদের অন্যায়ভাবে মেরেছে তা থেকে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছেন। হয়তো এমন অবুঝ শিক্ষকদের কারণে সরকার স্কুলে লাঠি ব্যবহার করা নিষিদ্ধ করে এই স্লোগান লাগিয়ে দিয়েছে যে "মাইর নয় ভালোবাসা"। এটা সঠিক যে বাচ্চারা মাইর দ্বারা ততটুকু বুঝে না যতটুকু আদর দিয়ে বুঝালে বুঝে থাকে। আল্লাহ পাক সবাইকে সঠিক বিবেক দান করুক।

আমীরে আহলে সুন্নাত ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি

আল্লাহ পাক আমীরে আহলে সুন্নাতকে শৈশব থেকেই অসাধারণ স্মৃতিশক্তি দান করেছেন তিনি স্বয়ং নিজে বলেন: পরীক্ষার সময় আমি যখন স্কুলে বাচ্চাদেরকে অনেক বেশি পড়তে দেখতাম তখন অবাক হতাম কেননা আমি পরীক্ষার প্রস্তুতি নিতাম না তারপরও আমি ভালো রেজাল্ট করতাম।

ছোটবেলায় খোদাভীতির ঘটনা

একবার আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশবে কোন এক সামান্য বিষয়ে তাঁর উপর তাঁর বড় বোন অসন্তুষ্ট হয়ে বলে দিলেন: "আল্লাহ পাক তোমাকে মারবেন!" এই বাক্যটি শুনতে দেরী তিনি খোদাভীতিতে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে গেলেন যদিওবা তখন বয়স অনেকটা কম ছিল তা সত্ত্বেও তিনি তাঁর বোনকে

www.dawateislami.net

বার বার বলতে লাগলেন: বলো! আল্লাহ পাক মারবেন না...!! বলো! আল্লাহ পাক মারবেন না। বলো! আল্লাহ পাক মারবেন না! এই পর্যন্ত যে, তার বোনকে এটা বলিয়ে ছাড়লেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাক যেই বান্দার কাছ থেকে দ্বীনের খেদমত নিতে চান অনেক সময় শৈশবকাল থেকেই তার মধ্যে সাধারণ বাচ্চাদের চেয়ে কিছু ভিন্ন বৈশিষ্ট দান করেন, এটা হলো আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া। অনেক বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর ছোটবেলার অনেক ঘটনায় খোদাভীতির উদাহরণ বিদ্যমান রয়েছে, এখনই সত্যিই আপনারা পড়েছেন যে, একটি বাক্য আমীরে আহলে সুন্নাতের মত ছোট বয়সী বাচ্চাকে খোদাভীতির এই অবস্থা করেছে যে, নিজের বোনের মুখ দিয়ে ওই বাক্যটির প্রত্যাখান করালেন। শৈশবের অভ্যাস সারাজীবন মানুষের আমল, চরিত্র ও চিন্তাধারায় গেঁথে থাকে। আসলেই যে বাচ্চা শেশবে আল্লাহ পাকের ভয় অন্তরে বসিয়ে নিবে, যৌবনেও এই খোদাভীতি তার সাথে থাকবে এবং তাকে পথ প্রদর্শন করতে থাকবে যার ফলে সে প্রতিটি মন্দ কাজ থেকে বিরত থাকার চেষ্টা করবে, اَلْحَمْدُلِلّٰه عَلٰى اِحْسَانِه পৃথিবী দেখেছে যে, ওই অল্প বয়সী বাচ্চা দ্বীনের গুরুত্বপূর্ণ ও রুহানী ব্যক্তিত্ব নিয়ে দুনিয়াতে আবির্ভাব করেছেন এবং বিশ্ববাসী তাঁকে "আমীরে আহলে সুন্নাত" বলে ডাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও তাঁর ভীতি নসীব করুক, আল্লাহ পাকের দরবারে আমীরে আহলে সুন্নাত আরজ করেন:

الٰہی! واسطہ پیارے کا، میری مَغْفِرت فرما　　عذابِ نار سے مجھ کو خدایا خوف آتا ہے

ইলাহী! ওয়াস্তা পিয়ারে কা, মেরি মাগফিরাত ফরমা
আযাব নার ছে মুঝ কো খোদায়া খাওফ আতা হ্যা

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه হলেন বুযুর্গানে দ্বীনের স্মরণ অর্থাৎ তাঁর চালচলন দেখে পূর্বেকার বুযুর্গানে দ্বীন رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর স্মরণ সতেজ হয়ে যায়। আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশবের খোদাভীতির ঘটনা পড়ার পর আরও পড়ুন যে, পূর্ববর্তী যুগের মহান তাবেয়ী বুযুর্গ হযরত সাবিত বিন আসলাম বুনানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ যিনি বসরা শরীফের সবচেয়ে বড় সম্মানিত ব্যক্তি ও মুহাদ্দিস ছিলেন, তাঁর উপর খোদাভীতির এই পরিমাণ প্রভাব ছিল যে, যখনই তাঁর সামনে "জাহান্নাম" এর আলোচনা করা হতো তখন এমন অস্থির হয়ে যেতেন যে, কম্পন শুরু যেত এবং শরীর কেঁপে উঠত। (আউলিয়ায়ে রিজালুল হাদিস, পৃ: ৪২) আল্লাহ পাকের রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক আর তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

খোদাভীতি কাকে বলে?

খোদাভীতির অর্থ হলো এটা যে, আল্লাহ পাকের অমুখাপেক্ষীতা, তাঁর অসন্তুষ্টতা, তাঁর পাকড়াও এবং তাঁর পক্ষ থেকে দেওয়া শাস্তিসমূহের ব্যাপারে চিন্তা করে মানুষের অন্তর ভয়ে ভীতসন্ত্রস্ত হয়ে যায়। (ইহইয়াউল উলুম, ৪/১৯০)

হায়! আমীরে আহলে সুন্নাতের এই দোয়া আমাদের হকেও যেন কবুল যায়।

ترے خوف سے تیرے ڈر سے ہمیشہ میں تھر تھر رہوں کانپتا یاالٰہی

তেরে খওফ সে তেরে ডর সে হামেশা ম্যা থর থর রহো কাপতা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ:১০৫)

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশবে পকেট খরচ

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমি ছোট ছিলাম তখন আমার আম্মা আমাকে পকেট খরচ (Pocket Money) এর জন্য "এক পয়সা" দিতেন। তখন এক রুপিতে "ষোল আনা" হতো আর এক আনায় চার পয়সা (অর্থাৎ আগেকার সময় এক রুপির দাম ছিল চৌষট্রি পয়সা আর এখন এক রুপির দাম হলো একশ পয়সা।) আর যদি তিনি অন্য কোন আত্মীয়ের কাছ থেকে এক পয়সা পেয়ে যেতেন তখন তাঁর আম্মাকে খুশিমনে বলে দিতেন: আম্মাজান! আমার আজকে টাকা লাগবে না কেননা আমি পেয়েছি।

এই ঘটনাটি ভুলে যাওয়া বলবেন নাকি কম বয়সে ধন-দৌলতের প্রাচুর্যতা থেকে নিজেকে দূরে রাখার অভ্যাস বলবেন, নতুবা বর্তমান যুগের বাচ্চারা তো মাতাপিতার কাছে পকেট খরচ বাড়িয়ে দেওয়ার দাবি করে অর্থ-সম্পদে সমৃদ্ধি আর অনেক সময় মাতা-পিতার জন্য পেরেশানীর কারণ হয়। সমস্ত ছোট-বাচ্চাদের আরজ করব যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর শৈশবের ঘটনা থেকে এটা শিখুন যে, মাতাপিতা যা দেন, যতটুকুন দিবেন, আমাদেরকে সেটা খুশিমনে নেওয়া উচিত এবং বেশি পকেট খরচ, আসবাবপত্র ও খেলনা ইত্যাদি চাওয়াও উচিত নয়। ভালো বাচ্চারা তাদের মা-বাবাকে পেরেশান করে না বরং তাদের প্রতিটি কথা মেনে চলে তাদেরকে খুশি করে তাদের অন্তর থেকে দোয়া নেয়। আপনারা হয়তো দেখেছেন যে, অনেক জায়গায় লিখা থাকে যে "মায়ের দোয়া হলো জান্নাত" যখন আমাদের মা-বাবা আমাদের উপর খুশি হয়ে আমাদের জন্য দোয়া করবেন তখন আল্লাহ পাকের রহমতে জান্নাতের কখনো শেষ না হওয়া নেয়ামতসমূহ অর্জিত হবে। اِنْ شَآءَ الله

www.dawateislami.net

مطیع اپنے ماں باپ کا کر میں اُنکا ہر اِک حکم لاؤں بجا یاالٰہی

মুতী' আপনে মাঁ বাপ কা কর ম্যা উনকা
হার এক হুকুম লাউঁ বাজা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১০১)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

বাচ্চাদেরকে এই কথাটি অবশ্যই বলবেন

আমীরে আহলে সুন্নাতের সম্মানিতা মরহুমা আম্মাজান শৈশব থেকেই তাঁকেই ভয়ভীতি প্রদর্শন করতেন যে, দেখো বাবা! যদি কেউ তোমাকে স্বর্ণের স্তুপও দেখায় তুবুও তুমি তার কাছে যেও না, নাহলে সে তোমাকে উঠিয়ে নিয়ে যাবে ।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মিডিয়াতে সংবাদে প্রতিদিন খবর আসে যে, অমুক গ্যাং বাচ্চাকে অপহরণ (Kidnap) করে নিয়ে গেছে। এই ধরনের বিপজ্জনক অপরাধীরা বাচ্চাদেরকে বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে যেমন টফি, চকলেট, বিস্কুট বা টাকার লোভ দেখিয়ে কাছে ডাকে এরপর কিছু একটা শুকিয়ে দিয়ে, অজ্ঞান করে তুলে নিয়ে যায়, আল্লাহ পাক এই নিকৃষ্ট লোকদেরকে হিদায়েত দান করুক। মা-বাবার উচিত যে, তারা বিশেষ করে নিজেদের কম বয়সী বাচ্চাদেরকে একলা যেন কোথাও যেতে না দেয় খোদা না করুক বাচ্চা হারিয়ে যায় তো আজীবন কাঁদতে হবে।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাবারের জিনিস হোক বা খুব খেলনা অথবা মোবাইল ইত্যাদিতে কার্টুন ইত্যাদি কোন অপরিচিত ব্যক্তি কাছে ডাকার চেষ্টা করলেন দ্রুত নিজের আব্বু-আম্মুর কাছে চলে যাবে, যদি কেউ জোর

www.dawateislami.net

করে ধরার চেষ্টা করে তবে চিৎকার করে লোকদের জড়ো করবে যাতে অপহরণকারীরা পালিয়ে যায়। নিজের ও বাচ্চাদের নিরাপত্তার জন্য আমীরে আহলে সুন্নাতের দানকৃত রুহানী চিকিৎসা উপস্থাপন করা হচ্ছে:

অপহরণ থেকে সুরক্ষার ২টি অযিফা

(১) "يَاحَافِظُ يَاحَفِيْظُ" ১১বার প্রতিদিন পড়ে বাচ্চার উপর ফুক দিন اِنْ شَآءَ الله অপহরণ থেকে নিরাপদ থাকবে।

(২) যখন অযু করবে তখন প্রতিটি অঙ্গ ধৌত করার সময় "يَاقَادِرُ" কমপক্ষে একবার পাঠ করবে। اِنْ شَآءَ الله অপহরণ হওয়া থেকে সুরক্ষা থাকবে। (মাদানী মুযাকারা, ১৭ ডিসেম্বর ২০১৬, ১৮ রবিউল আউয়াল ১৪৩৮)

مِرے بال بچوں پہ سارے قبیلے پہ رَحمت ہو تیری سدا یاالٰہی

মেরে বাল বাচ্চো পে সারে কবিলে
পে রহমত হো তেরি সদা ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১০৬)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের খেলনা

একটি প্রশ্নের উত্তরে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর ছোটবেলার খেলা ও খেলনার ব্যাপারে বলতে গিয়ে বলেন: আজকাল যেভাবে অনেক মাতাপিতারা তাদের বাচ্চাদের জন্য খেলনার স্তুপ বসিয়ে দেয় আমার ক্ষেত্রে এমনটি ছিল না অবশ্য তখন এক প্রকারের ছোট রাবারের বল পাওয়া যেত যেটা খুব দ্রুত ফেটে যেত এরকম কিছু না কিছুর ব্যবস্থা হতো।

www.dawateislami.net

আমীরে আহলে সুন্নাতের সাইকেল ভেঙ্গে গেল

শৈশবে আমীরে আহলে সুন্নাতের একটি তিন চাকা বিশিষ্ট সাইকেল ছিল, একবার তিনি সেটা চালাচ্ছিলেন হঠাৎ পেছন থেকে এক দুষ্ট ছেলে ধাক্কা দিল তো তিনি সাইকেল নিয়ে এক বয়স্ক লোককে মেরে দিলেন যার কোমর ঝুকে গিয়েছিল, তিনি রেগে গিয়ে সাইকেল নিয়ে জমিনে ফেলে দিলেন যার কারণে সাইকেলের সিট ভেঙ্গে যায়, যদিওবা সাইকেল লাগার কারণে তিনি ব্যথা পেয়েছেন কিন্তু এরকম বয়স্ক লোকের এরকম করাটা উচিত হয়নি কেননা নাবালেগ বাচ্চার জিনিসের কখনো ক্ষতি করা যাবে না আর এখানে তো ঘটনাই ছিল কিছুটা ভিন্ন যে, তিনি ইচ্ছা করে সাইকেল দিয়ে মেরে দেননি বরং এটি অন্য কারো অনিষ্টতা ছিল। আল্লাহ পাক তাকে মাফ করুক। এখন ২০২৬ এ ওই বুযুর্গ যার গায়ে সাইকেল লেগেছিল তিনি জীবিত থাকাটাই প্রায় অসম্ভব কেননা তিনি তখনই ৬০ থেকে ৭০ বছর বয়সের হবেন। (আমীরে আহলে সুন্নাত যখন এই ঘটনাটি বলছিলেন তখন বললেন আমি বালেগ হওয়ার পর তাকে ক্ষমা করে দিয়েছিলাম।)

নাবালিগ বাচ্চার জিনিসের বিধান

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! এখানে এই বিষয়টি মনে রাখা জরুরী যে, নাবালিগ বাচ্চার জিনিসের ক্ষতি করা যাবে না যদিও কেউ নাবালেগ বাচ্চার জিনিস নষ্ট করে তবে সেটার ক্ষতিপূরণ দিতে হবে কেননা নাবালেগ মাফ করতে পারে না যদিওবা মুখে বলে দিক না কেন কিন্তু যে ক্ষতি করেছে, তাকে টাকা দিয়ে দিতে হবে অথবা একই রকম জিনিস এনে দিতে হবে নতুবা আখিরাতে হিসাব দিতে হবে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

ওই দুষ্ট বাচ্চাটি কে ছিল?

যেই দুষ্ট ছেলের কারণে আমীরে আহলে সুন্নাতের সাইকেল ভেঙ্গে গিয়েছিল, সে ছিল তাঁর প্রতিবেশী, বয়সে তাঁর চেয়ে দুই/তিন বছরের বড় ছিল। কয়েক বছর আগে হয়তো ২০১৫ সালে সে আমীরে আহলে সুন্নাতের খেদমতে উপস্থিত হলো, পুস্তিকা লেখক (অর্থাৎ আবু মুহাম্মদ তাহির আত্তারী عُفِیَ عَنْہ) ও তখন উপস্থিত ছিলেন। সাদা দাড়ি ওয়ালা বুযুর্গ (আমীরে আহলে সুন্নাতের দোস্ত) খুবই হাস্যজ্জল চেহারা ছিল। আমীরে আহলে সুন্নাতের সাথে সাক্ষাতের মাঝে শৈশবের কথা হলো তো তিনি জিজ্ঞাসা করলেন যে, আপনার সাইকেল পেছন থেকে ধাক্কা আমি দিয়েছিলাম, এতে আমীরে আহলে সুন্নাত তাকে নেকীর দাওয়াত দিয়ে বুঝালেন।

শৈশবে নিজের চোখে দেখা ঘটনা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর এলাকার বসবাসকারী এক ইসলামী ভাই যিনি তাঁকে ছোটবেলা থেকেই চিনেন, তিনি বললেন, আমীরে আহলে সুন্নাত শৈশব থেকেই খুবই নম্র-ভদ্র প্রকৃতির অধিকারী ছিলেন, যদি শৈশবে তাঁকে কেউ ধমক দিত বা প্রহার করত তিনি প্রতিশোধ নেওয়ার পরিবর্তে চুপ থাকতেন এবং ধৈর্যধারণ করতেন, আমি ছোটবেলা তাকে কাউকে মন্দ কিছু বলতে বা ঝগড়া করতে দেখিনি।

আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশবের ৪টি স্মৃতি

(১) আমীরে আহলে সুন্নাত শৈশবে তাঁর সম্মানিত আম্মাকে বলতেন: আম্মা! দেখো আমি কত বড় লাফ মেরেছি, আম্মা ইন্তেকাল করেছেন

www.dawateislami.net

প্রায় ৫০ বছর হয়েছে কিন্তু এখনো ছোটবেলার সেই বাক্যটি এবং মায়ের উৎসাহমূলক কথাটি এখনো পর্যন্ত মনে আছে।

(২) শৈশবে আমরা এই বাক্যটি শুনতাম যে "ঝগড়া-বিবাদ মাফ কর নিজের দিল সাফ কর" আর আফসোস! এখন এমন যুগ চলে এসেছে যে, এখন এটা শুনি যে: "আমরা ভালোর সাথে ভালো আর খারাপের সাথে খারাপ" مَعَاذَاللّٰه। (মাদানী মুযাকারা: ১৫ শাবান শরীফ ১৪৪০ হি:, ২০ এপ্রিল ২০১৯)

(৩) আমাদের শৈশবের মাঝে কারো পিপাসা লাগলে সে কাউকে পানির কথা বলত আর সামনের ব্যক্তিটা তাকে পানি পান করাত আর বলত: "এজিদ" পিপাসার্ত ব্যক্তিকে পানি দিত না। নিশ্চয় এমনটি করা উচিত নয় কেননা এটিও গালি যেটা মনেকষ্ট দেওয়ার কারণ। (মাদানী মুযাকারা: ২০ জুমাদিল উলা ১৪৪০ হি:, ২০ জানুয়ারি ২০১৯) অবশ্য নিজের মুসলমান ভাইকে পানি পান করানোর ব্যাপারে হাদিসে পাকে রয়েছে: নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোন পিপাসার্ত মুসলমানকে পান করাবে আল্লাহ পাক তাকে রাহিকে মাখতুম (অর্থাৎ জান্নাতের পরিচ্ছন্ন শরাব যেটার উপর মোহর লাগানো থাকবে) পান করাবেন। (তিরমিযী, ৪/২০৪, হাদিস: ২৪৫৭)

(৪) আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমি ছোটবেলায় কিছু এমন লিফলেট দেখেছি, যেগুলোর ব্যাপারে বলা হতো যে ৩০টি ফটোকপি করে বিতরণ করো। অমুক অমুক ব্যক্তি বিতরণ করেছে তো অনেক উপকার হয়েছে আর অমুকে এটাকে ভুয়া বলল তো তার বাচ্চা মারা গিয়েছে। "ফতোওয়ায়ে রযবীয়া" তে এরকম লিফলেটের ব্যাপারে রয়েছে আর আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْه সেটাকে খন্ডন করে বলেছেন যে এরকম কিছু হয় না। (ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩/৪০৪, মাদানী মুযাকারা

www.dawateislami.net

২৮ রবিউল আউয়াল ১৪৪৩ হিঃ, ১৪ নভেম্বর ২০২০) এই লিফলেটগুলোর বর্তমান অবস্থা এখন সমাজে কিছুটা এইভাবেও চলতেছে যে, কিছুলোক স্যোশাল মিডিয়াতে কোন পোস্ট ভাইরাল করলে উপকার হবে বলে এবং শিয়ার না করলে ক্ষতি হওয়ার ভয় দেখানো হয় এমন লোকদের সত্যিকার তাওবা করা উচিত এবং এই কাজ থেকে বিরত থাকা উচিত কেননা এর দ্বারা সন্দেহ ও ভুল মনোভাব ছড়িয়ে পড়ে। বুখারী শরীফের হাদিসে রয়েছে, রাসূল صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم বলেছেন: "بَشِّرُوْا وَلَا تُنَفِّرُوْا" অনুবাদ: সুসংবাদ শোনাও এবং ঘৃণা ছড়িও না।

(বুখারী, ১/৪২, হাদিস: ৬৯)

আল্লাহ পাক আমাদেরকে সত্যিকার্থে এই হাদিসে পাকের উপর আমল করার তাওফিক দান করুক।

چھوڑ دے سارے غَلَط رَسم ورَواج سنتوں پر چلنے کا کر عہد آج

ছোড় দে সারে গলত রসম ও রেওয়াজ
সুন্নাতো পর চলনে কা কর আহাদ আজ

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ৭১৫)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللهُ عَنْهُمْ এর ভালোবাসা আমার হৃদয়ে (ঘটনা)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর বাল্যকালে করাচী (পাকিস্তান) এ একবার কঠিন মহামারী ছড়িয়ে পড়ে, ওই সময় তিনি তাঁর সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে (যাদের মধ্যে পাকিস্তান শহর করাচীর প্রসিদ্ধ নাত খাঁ, আলহাজ্ব সিদ্দিক ঈসমাইল সাহেবও ছিলেন) গলি ইত্যাদিতে আহলে

www.dawateislami.net

বাইতে আতহার رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمۡ এর শান ও আযমতের ওসিলায় একটি আরবী শে'র পড়েন যেটাকে অন্যান্য বাচ্চারা পুনরাবৃত্তি করছে...

لِیۡ خَمۡسَۃٌ اُطۡفِیۡ بِھَا حَرَّالۡوَبَاءِ الۡحَاطِمَۃ اَلۡمُصۡطَفٰی وَالۡمُرۡتَضٰی وَابۡنَاھُمَا وَالۡفَاطِمَۃ

অর্থাৎ আমার জন্য পাঁচ (ব্যক্তিত্ব) রয়েছে তাঁদের মাধ্যমে ধ্বংসকারী মহামারীর গরম নিভিয়ে দিব এবং আমার সেই পাঁচজন (ব্যক্তিত্ব) হলেন: (১) আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم (২) মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ। (৩, ৪) এদের দুইজন শাহজাদা হযরত ইমাম হাসান ও ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا (৫) এবং হযরত বিবি খাতুনে জান্নাত সায়্যিদা তায়্যিবা যাহিদা আবিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا।

বাদামী মসজিদ থেকে শুরু করে পুরো এলাকায় চৌরাস্তা, অলি-গলিতে ব্যাধি থেকে মুক্তি অর্জনের জন্য আযান দেওয়া হতো এবং এই দোয়া সম্বলিত শে'রটি পাঠ করে করে চক্করও লাগানো হতো। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: এতে বাচ্চাদের এত আগ্রহ থাকত যে, অনেকগুলো বাচ্চা একত্রিত হয়ে যেত এবং গলিতে এটা পড়ে পড়ে যেত। আল্লাহ পাক ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এবং তাঁর আ'লে পাকের পবিত্র আলোচনা হতো যার বরকতে ভালো পরিবেশ হয়ে যেত।

صدقہ بابا جان کا فرما دُعا مجھ کو ملے ہر برس حج و زیارت کی سعادت فاطِمہ
اے شہیدِ کربلا کی پیاری پیاری والدہ! کر دُعا پاؤں مدینے میں شہادت فاطِمہ

সদকা বাবা জান কা ফরমা দোয়া মুঝ কো মিলে
হার বরস হজ্ব ও যিয়ারত কি সাআদাত ফাতেমা
এ শহীদে কারবালা কি পিয়ারী পিয়ারী ওয়ালিদাহ!
কর দোয়া পাও মদীনে ম্যা শাহাদাত ফাতেমা

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب ❀❀❀ صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নবী দৌহিত্র ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি ভালোবাসা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ আহলে বাইতে আতহারের ভালোবাসা আমার হৃদয়ে রয়েছে। নবী দৌহিত্র, মা ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নয়নমনী, মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর কলিজার টুকরা, সায়্যিদুশ শোহাদা ইমাম আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর প্রতি আমার তখন থেকে ভালোবাসা ও ভক্তি রয়েছে যখন আমি ছোট বয়সের তাঁর নাম মুবারক জানতাম না কিন্তু আমি এটা জানতাম যে, তিনি অনেক শান ও আযমত ওয়ালা। **(মাদানী মুযাকারা: ২৫ রমযান ১৪২৯ হি:)**

সাআদাতে কেরামের প্রতি আদব ও সম্মানের উদাহরণ

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ সাআদাতে কেরামের প্রতি আদব ও সম্মান প্রদর্শন করতেন তিনি তাদেরকে সর্দার, শাহজাদা, শাহজাদায়ে আলী ওয়াকার এবং বাপু ইত্যাদি সম্মানিত উপাধিতে সম্বোধন করতেন। তিনি সাআদাতে কেরামদের উপস্থিতিতে উঁচু জায়গা বা আসনে বসাকে অপছন্দ করেন বরং অনেকবার নিজের চেয়ারে বসিয়ে দেন। সাআদাতে কেরামের দিকে পা প্রসারিত করাকে আদবের পরিপন্থী মনে করেন। যখন সাআদাতে কেরামের সাথে সাক্ষাত করেন তখন তাঁদের হাত চুম্বন করেন, প্রতিবার তিনি ছোট সৈয়দ শাহজাদা (অর্থাৎ বাচ্চাদের) পায়ের তলা নিজের মাথার উপর রাখেন। আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর আদর্শকে বাস্তবায়ন করতে গিয়ে কোন জিনিস বিতরণ বা ঈদের সময় সাআদাতে কেরামকে সাধারণ লোকের তুলনায় “ডাবল” (অর্থাৎ দ্বিগুণ) দিয়ে

www.dawateislami.net

থাকেন, অনেকবার সাআদাতে কেরামকে উপহার দেওয়ার সময় এত পরিমাণ নিয়াযমূলক ধরন অবলম্বন করেন যেন তিনি দেননি বরং তাদের কাছ থেকে নিচ্ছেন। একবার তাঁর খেদমতে ২৫ লাখ টাকা পেশ করা হলো তো তিনি সমস্ত কয়েকজন সাআদাতে কেরামকে উপহারস্বরুপ দিয়ে দিলেন। তিনি তাঁর মাদানী মুযাকারা ও মাদানী মাশওয়ারা ইত্যাদিতে বারবার সম্পদশালী, ডাক্তার ও দোকানদারদের তাকিদ দিয়ে থাকেন যে, তারা যেন নবী বংশ (অর্থাৎ সাআদাতে কেরাম) এর চিকিৎসা ফী বিনামূল্যে বা তাঁদেরকে অন্যান্য জিনিসপত্র কম দামে দেন। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه প্রতিবছর সাআদাতে কেরামদের কুরবানীর পশু উপহার দিয়ে থাকেন। তিনি দাওয়াতে ইসলামীর অনেক মাদানী মারকায "ফয়যানে মদীনা" ইত্যাদির ভিত্তি প্রস্তর নিজের করার পরিবর্তে সাআদাতে কেরামের কম বয়সী শাহজাদাদের করিয়ে থাকেন। উম্মতের কল্যাণময়ী মনোভাব নিয়ে প্রতিদিন দোয়া ইত্যাদি দ্বারা ভয়েস ইত্যাদি রেকর্ডিং হয়ে থাকে যেগুলোর শুরু কোন সৈয়্যদজাদার মাধ্যমে করার চেষ্টা করেন। তিনি তাঁর অসিয়তের মধ্যে লিখেছেন: আমাকে কবরে নামানোর জন্য সাআদাতে কেরামদের প্রাধান্য দিবেন। একবার তিনি বলেন: যদি আখিরাতে ভয়হীন হতে চাও তবে সৈয়্যদদের ব্যাপারে ভয় করো (অর্থাৎ তাদের বিয়াদবি থেকে বেঁচে থাকো)। আরও বিস্তারিত জানার জন্য মাকতাবাতুল মদীনার পুস্তিকা "আমীরে আহলে সুন্নাত ও তা'যিমে সাআদাত" পাঠ করুন।

آلِ اَطہار کے مَیں گیت ہمیشہ گاؤں خوش رہے مجھ سے تیری آل مدینے والے

আ'লে আতহার কে ম্যা গিত হামেশা গাউঁ

খুশ রেহে মুঝ সে তেরি আ'ল মদীনে ওয়ালে

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

এই সময়টি চলে যাবে

দাওয়াতে ইসলামীর শতভাগ দ্বীনি ও ইসলামী "মাদানী চ্যানেল" এর প্রসিদ্ধি প্রোগ্রাম "মাদানী মুযাকারা" তে বিশ্বব্যাপী আশিকানে রাসূল স্যোশাল মিডিয়া প্লাটফরমে অডিও ও ভিডিও এর মাধ্যমে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর নিকট বিভিন্ন বিষয়ে প্রশ্ন করা হয় আর তিনি সেগুলোর হিকমতপূর্ণ উত্তর প্রদান করে থাকেন, অনেকবার মাদানী মুযাকারায় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর শৈশব ও বাল্যকালের কঠিন সময়ের কথা বলেন যেগুলো শুনে এই মানসিকতা সৃষ্টি হলো যে, তিনি কীরকম বিপদে ধৈর্য ও সহনশীলতার পরিচয় দিয়েছেন। তিনি বলেন: "বিপদের সময়গুলো চলেই যায়, আমি শৈশবেই অনেক বিপদের সম্মুখীন হয়েছি, আমাদের ঘরে ফ্যান ছিল না এবং বিছানায় পোকার কামড়ের পরীক্ষাটি ভিন্ন ছিল কারণ দেওয়ালগুলো কাঁচা ছিল। আমরা ভাই-বোনেরা বার বার একে অপরকে পাখার বাতাশ দিতাম যাতে গরমের তীব্রতা থেকে বাঁচতে পারি। ঘরে গ্যাস লাইন ছিল না আমি বাহির থেকে কাগজ, পোষ্টার ইত্যাদি চুলা জ্বালানোর জন্য নিয়ে আসতাম এবং পানির লাইনও ছিল না, আমি পানি ভরে নিয়ে আসতাম, হাত দিয়ে চালানো নল (Hand pump) দিয়েও পানি ভরতাম। কখনো কখনো আমি এক টাকা দিয়ে মহিষের খাঁটি দুধ নিয়ে আসতাম যা আসলেই ওই সময় খাঁটি ছিল তারা এর উপর ফেনাও ঢালত যার কারণে উপযুক্ত মিশ্রণটিও জমে যেত, আমরা গরীব ছিলাম প্রতিদিন দুধ খেতে পারতাম না আমি মাকে দুধের কথা বললে মা বলত: হ্যাঁ হ্যাঁ আপনার জন্যে মহিষ বেঁধে রাখব? অর্থাৎ আমরা প্রতিদিন দুধ কিভাবে খাব? আমার আম্মা রিঠা নামক ভেষজ (যা ঔষুধের কাজে ব্যবহৃত হতো) এটাকে গরম জলে

www.dawateislami.net

ভিজিয়ে রাখতেন এতে সেটা থেকেও সুগন্ধিময় ফেনা বের হতো। সেটাতে নারিকেলের খোসা মিশিয়ে বাচ্চাদেরকে গোসল করানো হতো। আমি গমের ডিব্বা থেকে গম নিয়ে সেগুলোকে চক্কায় পিষে আটা বানাতাম, এইভাবে মরিচ পিষতাম, ঘরের জিনিসপত্র আনতাম। খেজুরের গুড় খেতাম। ছোটবেলায় ঘরে মুরগির মাথা, গর্দান ও পা (খোসা চাড়িয়ে আনতাম) যেদিন এগুলো ঘরে রান্না করা হতো ওইদিন আমাদের ঈদ হতো। দরিদ্রতার এই অবস্থা ছিল যে, ঘরের পাঁচজন সদস্যর জন্য একটি ডিম ভাজা হতো কিন্তু আল্লাহ পাকের লাখ লাখ শোকর যে, তিনি আমাদেরকে কখনো আমাদেরকে ক্ষুধার্ত রাখেননি এবং কখনোই ভিক্ষা করতেও হয়নি, আমি অনেক কম বয়সে হালাল উপার্জনের চেষ্টা করা শুরু করেছিলাম। অন্যান্য বাচ্চাদের মতো আমার বাল্যকাল খেলা-ধূলায় কাটেনি। আমার মরহুমা আম্মা একবার কাউকে এটা বলে কেঁদে দিয়েছিলেন যে "আমার বাবু ছোটবেলায়ও খেলেনি, সে খেলার সময়ও কাজ-কাম করে কাটিয়েছে।"

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমীরে আহলে সুন্নাত তাঁর মাতা-পিতার সবচেয়ে ছোট বাচ্চা এবং সাধারণত পরিবারে বাচ্চাকে আদর করে কোন না কোন নামে ডেকে থাকে যদি ওই নামে শরয়ী কোন বাধা না থাকে তবে ওই নামে ডাকা জায়িয, যেমন আমীরে আহলে সুন্নাতকে তাঁর আম্মা আদর করে "বাবু" বলে ডাকত। আজ ছোট ছোট বাচ্চাদের জন্মদিন উপলক্ষে বড় অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়, হল বুকিং করিয়ে আত্মীয় ও বন্ধু অন্যান্যদের ডেকে এনে বাচ্চাদের জন্মদিন বানিয়ে থাকে কিন্তু তাঁর ছোটবেলায় কখনো ঘরে জন্মদিন পালন করা হয়নি। আল্লাহ পাক তাঁকে দ্বীনি সেই মর্যাদা দান করেছেন যে, লাখো লাখো আশিকানে রাসূল তাঁকে ভালোবাসেন এবং তাঁর

www.dawateislami.net

মুরিদ। বিগত কয়েক বছর ধরে ২৬ রমযানুল কারীম তাঁর জন্মদিন ধুমধামের সাথে উদযাপন করা হয়ে থাকে এটা পার্শ্ববর্তী কোন হল বা ভোজসভায় অনুষ্ঠিত হয়না বরং আল্লাহ পাকের ঘর দাওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার মসজিদে অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে এবং তাতে না কেক কাটা হয় আর না শরয়ী পরিপন্থী কোন কাজ করা হয় বরং উপহারস্বরুপ অনেক ইসলামী ভাই এবং ইসলামী বোন (তাঁর মাদানী পুত্র ও মাদানী কন্যারা) তাঁকে খতমে কুরআন, দরুদ ও সালাম এবং অন্যান্য ইবাদতের ঈসালে সাওয়াব করেন। আনন্দের এই সময়ে মারকাযী মজলিসে শূরার নিগরান হাজ্বী মুহাম্মদ ইমরান আত্তারী سَلَّمَهُ الْبَارِی আশিকানে আমীরে আহলে সুন্নাতের হৃদয়ে আমীরে আহলে সুন্নাতের ভালোবাসা বৃদ্ধির জন্য নিজেদের শ্রেষ্ঠ মুহসিন (অর্থাৎ অনুগ্রহকারী, আমীরে আহলে সুন্নাত) এর শোকরিয়া আদায়ার্থে সুন্নাতে ভরা বয়ান করে নেকীর দাওয়াতের সাড়া জাগিয়ে দেন।

মায়ের আনুগত্যের স্পৃহা

গৌগলি ওয়ালে ঘরের পেছনে একটি বড় রোড রয়েছে সেটার অপর সাইটে ক্রিকেট মাঠ, ভারী যানবাহনের কারণে ওই রাস্তায় অনেকবার দুর্ঘটনা ঘটেছে, এই ভয়ের কারণে মা ভালোবাসার টানে আমীরে আহলে সুন্নাতকে ওই গ্রাউন্ডে খেলতে যেতে নিষেধ করেছিলেন এবং তিনি তাঁর মরহুমা মায়ের কথা মান্য করতে ওখানে যেতেন না, তাঁর ওই প্রতিবেশী যার কথা পেছনে হয়েছে তিনি আমাকে (অর্থাৎ মুহাম্মদ তাহির আত্তারী عُفِیَ عَنْه কে) বলেছেন যে, আমি তখন আমীরে আহলে সুন্নাতকে বলতাম চলো! গ্রাউন্ডে খেলতে যায় কিন্তু তিনি বলতেন: "আমার মা মানা করেছেন" আমি বলতাম: এখন

www.dawateislami.net

তো আর মা দেখছেন না? যদি জিজ্ঞেস করে তখন মিথ্যা বলবে তিনি উত্তরে বলতেন: আমি কেন মিথ্যা বলব? আল্লাহ দেখছেন।

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! "মিথ্যা বলার পরামর্শ দেওয়াও গুনাহ" যেহেতু তখন আমীরে আহলে সুন্নাত ও তাঁর প্রতিবেশী উভয়ে নাবালিগ ছিল এজন্য শরয়ীভাবে গুনাহ নেই অবশ্য নিজেদের বাচ্চাকে এলাকার এমন বাচ্চাদের সাথে যারা মিথ্যা বলে বরং মিথ্যা বলার এবং মা-বাবার অবাধ্য হওয়ার পরামর্শ দেয় এদের থেকে একদম দূরে রাখা উচিত। এরকম বাচ্চাদের সংস্পর্শে উঠা-বসা এবং খেলার জন্য যাওয়া বাচ্চাও তার স্বভাবে পরিণত হতে পারে এটা আল্লাহ পাকের বিশেষ দয়া ছিল যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه কে শৈশবেও সত্য এবং খোদাভীতির নেয়ামত অর্জিত ছিল। সমস্ত মাতা-পিতার নিকট আবেদন হলো যদি আপনারা চান যে, আপনাদের বাচ্চা গালমন্দ, মুখ খারাপ ও অন্যান্য মন্দ বিষয়াদি থেকে সুরক্ষা থাকুক তবে সেটার জন্য সর্বপ্রথম নিজের বাচ্চাকে ওই বাড়ির বাচ্চাদের সাথে খেলা থেকে দূরে রাখুন যদিওবা প্রত্যেক বাচ্চারাই মন্দ নয় কিন্তু না জানি কে এমন হয় এবং আপনার বাচ্চার সাথে বন্ধুত্ব দৃঢ় হয়ে যায় আর যখন আপনি আপনার বাচ্চার মধ্যে মন্দ স্বভাব ও কথাবার্তা দেখবেন তখন মাথা দিয়ে পানি বেয়ে পড়বে। নিজের বাচ্চাদেরকে কিডস মাদানী চ্যানেল দেখান! গোলাম রাসূল, কানিজ ফাতেমা, হামযা, সাদ এবং সাদিয়া ইত্যাদি এনিম্যাটেড (Animated) কার্টুন এর মতো অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো দেখান, اِنْ شَآءَ الله ভালো স্বভাবের মাধ্যম হবে এবং আপনার বাচ্চা সুন্নাত ও দোয়া মুখস্ত করবে। আর প্রিয় বাচ্চারা! আপনারা দেখলেন যে, আমাদের প্রিয় আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ছোটবেলায় তাঁর আম্মাজানের কেমন অনুগত ছিলেন। আপনারাও এইভাবে নিজেদের আম্মু-আব্বুর কথা মান্য

www.dawateislami.net

করুন এবং নিজের ইসলামী, দ্বীনি ব্যস্ততা রাখুন যদি আপনার প্রিয় সোনামণি হয় তবে নিজের মায়ের সাথে ইসলামী বোনদের সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় নিয়ে যান আর যদি আপনি প্রিয় শাহজাদা হোন তবে আপনার আব্বুর সাথে নিজের শহরে অনুষ্ঠিতব্য জুমারাতের ইজতিমায় যান। যদি মা-বাবা কোন কারণে ওখানে না যায় তবে তাদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন না এবং বার বার যাওয়ার জেদও করবেন না, যেই কাজে আপনার জন্য ভালো হবে মা-বাবা সেটাই করবেন। اِنْ شَآءَاللّٰه

প্রিয় বাচ্চারা! আমীরে আহলে সুন্নাতের কিছু উপদেশ পড়ুন এবং সেগুলোর উপর আমল করুন।

ننھے منے پیارے بچو! شاد رہو تم سارے بچو!
امی ابو کی آنکھوں کے جگ مگ جگ مگ تارے بچو!
خوش امی ابو کو رکھو ہوں گے وارے نیارے بچو!
سچے بچے اچھے بچے جھوٹ نہ بولو پیارے بچو!
پانچ نمازیں روز پڑھو، ربّ ہوگا راضی پیارے بچو!
غوث و رضا کے ہم ہیں خادم وہ ہیں ہمارے پیارے بچو!
امی جو بھی دے وہ کھا لو ضد نہ کرو اے پیارے بچو!
مولا حاجی تم کو بنائے طیبہ دیکھو پیارے بچو!
ذِکر کرو اور نعت پڑھو تم خوب اے میرے پیارے بچو!

নন্নে মুন্নে পিয়ারে বাচ্চো! শাদ রহো তুম সা'রে বাচ্চো!
আম্মি আব্বু কি আঁখো কে জগ মগ জগ মগ তা'রে বাচ্চো!
খুশ আম্মি আব্বু কো রাখো হোঙ্গে ওয়ারে নিয়ারে বাচ্চো!
সাচ্চে বাচ্চে আচ্ছে বাচ্চে ঝুট না বোলা পিয়ারে বাচ্চো!
পাঁচ নামাযে রোয পড়ো, রব হো গা রাযি পিয়ারে বাচ্চো!

www.dawateislami.net

গউস ও রেযা কে হাম হ্যা খাদেম ওহ হ্যা হামারে পিয়ারে বাচ্চো!
আম্মি জো ভী দেয় ওহ খা লো যিদ না করো এ পিয়ায়ে বাচ্চো!
মাওলা হাজ্বী তুম কো বানায়ে তায়বা দেখো পিয়ায়ে বাচ্চো!
যিকির করো আওর নাত পড়হো তুম খুব এ মেরে পিয়ারে বাচ্চো!

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, পৃ: ৪৭, ৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদের প্রতি ভালোবাসা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমি শুরু থেকেই মসজিদের রাস্তা দেখেছি, মসজিদে আসা-যাওয়া করার শখ ছিল। আমি যখনই মসজিদে উপস্থিত হতাম যখন ছোট বাচ্চারা নামাযে একে অপরকে ধাক্কা দিত এবং বাচ্চাদেরকে কাতার থেকে সরিয়ে দিত। اَلْحَمْدُ لِلّٰه আমার খুব ভালোভাবে মনে আছে যে, আমি কখনো এমন করিনি অবশ্য আমি কাতারে নামায পড়তে গিয়ে পড়ে যেতাম কিন্তু আমি কাউকে ধাক্কা দিতাম না আর না কাউকে ফেলে দিতাম।

مجھے مسجدوں سے دے الفت الٰہی! کروں خوب تیری عبادت الٰہی!

মুঝে মসজিদো সে দেয় উলফত ইলাহী! করুঁ খুব তেরি ইবাদত ইলাহী!

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

মসজিদ পর্যন্ত দৌড়?

আফসোস! আজকাল অনেকে কথায় কথায় ওলামায়ে কেরামের ব্যাপারে অবমাননাকর বাক্য বলে দেয় এমনকি অনেকে দ্বীনের প্রতি অসন্তুষ্ট লোক জনসাধারণের মাঝে "মোল্লার দৌড় মসজিদ পর্যন্ত" এই স্লোগান দিয়ে

ওলামায়ে কেরাম বা ধর্মীয় লোকদের অবমাননা করে থাকে যদিওবা এটিকে প্রবাদ বাক্য বলা হয়ে থাকে কিন্তু এই স্লোগানটি দ্বীনে ইসলাম ও ওলামায়ে কেরাম থেকে দূরবর্তী করার চিন্তাধারার ভয়ানক একটি শিকল, হাদিসে পাকে ওলামায়ে কেরামদের "নবীদের উত্তরসূরী" বলা হয়েছে। (ইবনে মাজাহ, ১/১৪৬, হাদিস: ২২৩) যখন এজাতীয় বাক্য ব্যঙ্গাত্মকভাবে ব্যবহার করা হয় তখন সাধারণ লোকের হৃদয়ে ওলামায়ে কেরামের সম্মান ও মর্যাদা হ্রাস পেতে পারে। কুরআনে কারীমে কোন মুসলমানকে তুচ্ছ মনে করা বা তাকে নিয়ে মজা করতে নিষেধ করা হয়েছে এবং শরীয়তে এটি কঠোর অপছন্দের কাজ। কুরআনে পাকে "সূরা হুজরাত" এ এই ব্যাপারে স্পষ্ট বর্ণনা রয়েছে। যেখানে সাধারণ মুসলমানের এই হুকুম তো ওলামায়ে কেরাম ও অন্যান্য ধর্মীয় লোকদের কাছ থেকে দূরত্ব করার শাস্তি কত বেশি হবে যদিওবা দূরত্ব করার উদ্দেশ্য এটা হয় যে, লোকেরা যেন তাদের সংস্পর্শের বরকতে দ্বীনের কথা শিখে নিজের দ্বীন ও দুনিয়া সুন্দর করে না নেয় তবে এমন ব্যক্তি মুসলমানদের বন্ধু হতে পারে না বরং এটি শয়তানী চিন্তাধারা। আমাদের এরকম যারা বলে তাদের ছায়া থেকেও বেঁচে থাকা উচিত যদি শরীয়তের দিক দিয়ে এই প্রবাদটি গভীর দৃষ্টিতে দেখা হয় তবে হাদিসে পাকে পৃথিবীতে সবচেয়ে উত্তম স্থান আল্লাহ পাকের ঘর (অর্থাৎ মসজিদ) বলা হয়েছে আর আল্লাহ পাকের নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় ঘর হলো মসজিদ, এটা কত সুন্দর কথা যে, কোন ব্যক্তি গুনাহের আড্ডা, শরাব খানা, সিনেমা হল ও ক্লাব ইত্যাদির দিকে যাওয়ার পরিবর্তে পৃথিবীর সবচেয়ে উত্তম ও বরকতময় জায়গা মসজিদে যাচ্ছে বরং হাদিসে পাকে এই ব্যক্তির ব্যাপারে বড় সুসংবাদ এসেছে যেমন, সাহাবিয়ে রাসূল হযরত সায়িদ খুদরী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বর্ণনা করেন যে, রাসূলে করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বলেছেন: যখন তোমরা কোন ব্যক্তিকে

www.dawateislami.net

মসজিদের দেখাশোনা করতে দেখবে (এক বর্ণনায় রয়েছে: মসজিদের থাকা অভ্যস্ত ব্যক্তিকে দেখো) তো তার ঈমানের সাক্ষ্য দিবে, নিশ্চয় আল্লাহ পাক বলেন:

اِنَّمَا يَعْمُرُ مَسٰجِدَ اللّٰهِ مَنْ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَ الْيَوْمِ الْاٰخِرِ

(পারা: ১০, সূরা তাওবা, আয়াত: ১৮)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: আল্লাহর মসজিদসমূহ তারাই আবাদ করে, যারা আল্লাহ ও কিয়ামত দিবসের উপর ঈমান আনে।

(তিরমিযী, ৪/২৮১, হাদিস: ২৬২৬। ইবনে মাজাহ, ১/৪৩৯, হাদিস: ৮০২)

মেরাজের সফরের সময় রাসূলে করীম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এক ব্যক্তি পাশ দিয়ে অতিক্রম করলেন যে, আরশের নূরে আবৃত ছিল। রাসূল صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে বলা হলো: "এ হলো ওই ব্যক্তি যে দুনিয়াতে তার মুখ আল্লাহ পাকের যিকির দ্বারা সতেজ রেখেছিল, তার হৃদয় মসজিদে লেগে থাকত এবং সে কখনো তার মাতা-পিতাকে গালমন্দ বা অপমান হওয়ার কারণ হয়নি। (মাওসুআ ইমাম ইবনে আবি দুনিয়া, ২/৪১৪, হাদিস: ৯৫)

আল্লাহ করুক আমার কথাগুলো হৃদয়ে গেথে যাক

مسجد میں بیٹھنا بھی عبادت ہے بھائیو! کترانا مسجدوں سے ہلاکت ہے بھائیو!

মসজিদ ম্যা বেঠনা ভী ইবাদত হ্যা ভাইয়ো!
কাতরানা মসজিদো সে হালাকাত হ্যা ভাইয়ো!

আলিমে দ্বীনের অবমাননা

যদি مَعَاذَ اللّٰه এই স্লোগান দ্বারা কোন আলিমে দ্বীনের অবমাননা করা উদ্দেশ্য হয় তাহলে বান্দা নিজের ঈমানের চিন্তা করুক, আমার আক্বা আলা হযরত رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বলেন: (১) যদি আলিমে দ্বীনকে এজন্য মন্দ বলে যে সে

www.dawateislami.net

"আলিম" তখন সে পরিষ্কার কাফের আর, (২) যদি তাকে সম্মান করা ফরজ জানে কিন্তু নিজের ব্যক্তিগত দুনিয়াবী কোন শত্রুতার কারণে মন্দ বলে, গালমন্দ করে এবং অবমাননা করে তবে কঠিন ফাসিক অপরাধী আর, (৩) যদি বিনা কারণে বিদ্বেষ রাখে তবে হৃদয় রোগাক্রান্ত ও বাতেন নাপাক ব্যক্তি আর যদি এমনি এমনি বিদ্বেষ রাখে তবে কুফরের আশঙ্কা রয়েছে।

(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/১২৯)

کروں عالموں کی کبھی بھی نہ توہین بنا دے مجھے باادب یاالٰہی

করুঁ আলিমো কি কভী ভী না তাও'হীন বানা দেয় মুঝে বা আদব ইয়া ইলাহী

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, পৃ: ১১২)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

কুরআনে কারীমের আদব ও তারাবীর নামায

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: আমরা কুরআনে কারীমের সৌন্দর্যতার জন্য ময়ুরের ছোট ছোট ডানা (যেগুলোতে রক্ত থাকে না) রেখে থাকি যেমনটি এখনো রাখার প্রচলন রয়েছে। রমযানুল কারীমে তারাবীর পর উঁচু আওয়াজে এক ব্যক্তি বলত "আস সালাতু বার মুহাম্মদ" অর্থাৎ মুহাম্মদ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরুদ, যেটার সাথে সকল লোক দরুদ পাক পড়ত। (মাদানী মুযাকারা, ১২ রযমানুল মুবারক, ১৪৪৬ হি:, ১৩ মার্চ ২০২৫)

দরুদে পাক পড়ার ও পড়ানোর অনন্য ধরন

আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় মাহবুব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পাক পড়ার ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে পারা ২২ সূরা আহযাব আয়াত নম্বর ৫৬ তে ইরশাদ করেন:

www.dawateislami.net

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓىِٕكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ؕ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا ﴿۵۶﴾

(পারা: ২২, সূরা: আহযাব, আয়াত: ৫৬)

কানযুল ঈমানের অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতাগণ দরুদ প্রেরণ করেন ওই অদৃশ্যবক্তা (নবী) এর প্রতি, হে ঈমানদারগণ! তাঁর প্রতি দরুদ ও খুব সালাম প্রেরণ করো।

এই পবিত্র ইবাদত আল্লাহ পাকের দরবারে কেমন মকবুল যে, পৃথিবীতে বসবাসকারী বিভিন্ন ভাষার লোক স্ব স্ব ভাষায় না শুধুমাত্র ইবাদত করে বরং তাদের পড়ার ও পড়ানোর নতুন নতুন পদ্ধতিরও প্রচলন করে থাকে যেমন আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه দাওয়াতে ইসলামীর দ্বীনি মহলে দরস ও বয়ান ইত্যাদিতে "صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد" পড়ার মানসিকতা দিয়ে থাকেন এটার অর্থ এটাই যে, আল্লাহ পাকের প্রিয় হাবীব صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পড়ুন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বাল্যকালে তারাবীর দুই রাকাত পূর্ণ হওয়াতে যেই শব্দগুলো উঁচু আওয়াজে বলা হতো "আস সালাতু বার মুহাম্মদ" এটি নেকী সম্পন্ন একটি ফারসি বাক্য ছিল মূলত নবীয়ে পাক صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদে পাক পড়ার ও পড়ানোর খুব সুন্দর একটি পদ্ধতি যেটার অর্থ হলো মুহাম্মদ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পড়ুন, যেটার প্রতুত্তরে আশিকানে রাসূল তাঁদের প্রিয় নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পড়ে থাকে। এখনো পাঞ্জাব ও অন্যান্য এলাকায় এই শব্দাবলীর প্রচলন রয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰه মদীনায়ে পাকের অনেক স্থানে "صَلِّ عَلَى النَّبِي" অর্থাৎ নবী صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পড়ুন" লেখা যায়। এরকমই: "لَا تَنْسَ الصَّلَاةَ

www.dawateislami.net

"عَلَى النَّبِي" অর্থাৎ নবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর উপর দরুদ পড়তে ভুলো না! এটাও লিখা হয়ে থাকে। আশিকদের ধরন স্ব স্ব ধরন থাকে, দরুদ ও সালাম আশিকানে রাসূলের রুহানী খোরাক, সৌভাগ্যবান এটা চলতে ফিরতে, উঠতে-বসতে পাঠ করে আর এটির বরকত অর্জন করতে থাকে। আল্লাহ পাক আমাদেরকেও সকাল-সন্ধা দরুদ ও সালাম পড়তে থাকার সৌভাগ্য নসীব করুক। اٰمِين بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

بیکار گفتگو سے مری جان چھوٹ جائے ہر وقت کاش! لب پہ دُرُود و سلام ہو
یوں مجھ کو موت آئے تمہارے دیار میں چوکھٹ پہ سر ہو لب پہ دُرُود و سلام ہو

বেকার গুফতগু সে মেরি জান ছুট জায়ে
হার ওয়াক্ত কাশ! লব পে দরুদ ও সালাম হো
ইউঁ মুঝ কো মউত আয়ে তুমহারে দিয়ার মে
চৌকাট পে সার হো লব পে দরুদ ও সালাম হো

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনের সর্বপ্রথম নাত

একবার ১২ রবিউল আউয়াল শরীফে ঘরের পাশে বাদামী মসজিদ (মোমবাই বাজার করাচী) তে নাত মাহফিল অনুষ্ঠিত হচ্ছিল, আমীরে আহলে সুন্নাতের মনে নাত শরীফ পড়ার আগ্রহ জাগল, তখন তাঁর বয়স ছিল প্রায় দশ বছর, তিনি নাত পাঠকারীদের লাইনে গিয়ে দাঁড়ালেন, যখনই নাত খাঁ নাত পড়া শেষ করল তিনি সামনে এগিয়ে গিয়ে হাতে মাইক নিলেন আর দাঁড়িয়ে গুজরাটি ভাষায় এক কিতাব থেকে ইমামে আহলে সুন্নাত, ইমামে ইশক ও মুহাব্বত আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ এর লিখিত নাত:

www.dawateislami.net

چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے مِرا دِل بھی چمکادے چمکانے والے

চমক তুছ সে পাতে হ্যা সব পানে ওয়ালে
মেরা দিল ভী চমকা দে চমকানে ওয়ালে

পড়তে লাগলেন, যখনই নাতের দ্বিতীয় লাইন

برستا نہیں دیکھ کر ابرِ رحمت بدوں پر بھی برسادے برسانے والے

বরসতা নেহী দেখ কর আবরে রহমত
বদোঁ পর ভী বরসা দেয় বরসানে ওয়ালে

এক বৃদ্ধ লোক প্রশংসা করে খুবই আন্তরিকতা ও ভালোবাসায় মাইক নিয়ে অন্য নাত খাঁর দিকে মাইক বাড়িয়ে দিলেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এত কম বয়সে দ্বীনের প্রতি ধাবিত ছিলেন যেটা নিশ্চিত পরিবারেরও পরিবেশের গভীর প্রভাব ছিল এইভাবে আল্লাহ পাকের রহমত ও তাঁর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর কৃপাদৃষ্টিতে দ্বীনের অনেক খেদমত করার সৌভাগ্য হলো। তিনি তাঁর জীবনে মাইকে সর্বপ্রথম যেই নাতটি পরিবেশন করেছেন সেটার দ্বিতীয় পঙক্তি হলো: "মেরা দিল ভী চমকা দেয় চমকানে ওয়ালে" মনে হয় যেন রাসূলে পাক صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দরবার এই ফরিয়াদ কবুল হয়েছে যে, তাঁর মুবারক হৃদয়কে ওই চমক নূরানীয়্যত দান হয়েছে যেটা লক্ষ কোটি অন্ধকার জীবনের হৃদয়ের ময়লা দূর করে মাদানী চমক দান করেছেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

শৈশবের কিছু চাঁদার সতর্কতার বেদনাদায়ক ঘটনা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শৈশবকালে থেকেই নেতৃত্ব দানের যোগ্যতা (Leadership Skills) রাখতেন, যেমন তাঁর বাল্যকালে তাঁর সমবয়সী বাচ্চাদের সাথে মিলে নিয়াযের জন্য কিছু চাঁদা নিলেন, এক ছেলে খুবই দুষ্ট ছিল সে তাঁর কাছে আসল আর ওই চাঁদার টাকাগুলো শরয়ী পরিপন্থী কোন কাজে ব্যবহার করতে বলল, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর তখনও এই জ্ঞান ছিল যে, এ যেই কাজের জন্য বলছে ওই কাজে ব্যবহার করা জায়িয নেই সুতরাং তিনি চাঁদার টাকাগুলো এইভাবে খরচ করতে নিষেধ করলেন যার কারণে ওই দুষ্ট ছেলে মুখে ঘুষি মেরে দিল, তাঁর দাঁত পড়ে গেল আর মুখ রক্ত বের হতে লাগল কিন্তু তিনি কোন প্রতিশোধ নেননি , আর কান্না করতে করতে তাঁর মায়ের কাছে ঘরে চলে গেলেন। মা তাঁর কলিজার টুকরাকে দেখলেন তো যে মেরেছে তার মায়ের কাছে বিচার দিলেন কিন্তু কোন বিচার হলো না। বাচ্চাকে ধমক ও বোঝানোর পরিবর্তে হয়তো ঘর থেকে এই উৎসাহ মিলেছিল যে, সে তার বড় ভাইকে উদ্দেশ্য করে আমীরে আহলে সুন্নাতের দিকে ইশারা করে বলল: ভাইজান! আমি তাঁর দাঁত ফেলে দিয়েছি। وَالْعِيَاذُ بِاللّٰهِ تَعَالٰى । (তাযকিরায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩ পর্ব)

কিছুদিন পূর্বে মাদানী মুযাকারায় এই ঘটনাটি বর্ণনা করার পর আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেছেন যে, "আমি ওই ছেলের ব্যাপারে খবর নিলাম তো জানতে পারলাম যে সে দুই/তিন বছর আগে ইন্তেকাল করেছে।" আমরা (লেখক) এর ভালো ধারণা যে, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ওই ছেলেকেও মাফ করে দিয়েছেন।

www.dawateislami.net

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! নিজের সন্তানদের সুন্নাত অনুযায়ী শিক্ষা দিন! যেই বাচ্চা আজকে ঘরের বাহিরে ঝগড়া-ফাসাদ করছে যদি আজকে আপনি তাকে হিকমতে আমলী ও আন্তরিকতা এবং ভালোবাসা দিয়ে না বুঝান তবে হতে পারে কাল সে ঘরেও এরকম কাজ করবে এবং আপনার মাথার জুড়ে বসবে। বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই অপরকে সম্মান করা এবং পরস্পর ভ্রাতৃত্ব স্থাপন করা শেখান। বাল্যকালে যে ভালো ও মন্দ স্বভাব বাচ্চাদের অভ্যাসে পরিণত হয় সেটা জীবনভর আর যায় না এজন্য পিতামাতার উপর আবশ্যক হলো, তারা যেন নিজেদের বাচ্চাদের ছোটবেলা থেকেই উত্তম স্বভাব শিখায় এবং মন্দ অভ্যাস থেকে দূরে রাখে। যখন বাচ্চা কোন ভালো কাজ করবে তখন তাকে উৎসাহিত করবে, যদি কোন মন্দ কাজ করে তবে সেটার প্রতি নিরুৎসাহিত করবেন আর উপযুক্ত পদ্ধতিতে তাকে ধমক দিবেন যেন সে ভবিষ্যতে ওই কাজ থেকে দূরে থাকে যেমন, বাচ্চা কাউকে মারল, গালি দিল বা স্কুলে কোন বাচ্চা জিনিস চুরি করল তাহলে মা-বাবার উচিত তাকে কঠিনভাবে সেটার বিচার করা যাতে বাচ্চা ভবিষ্যতে এরকম কাজ আর না করতে পারে। যদি বাচ্চার উপর কঠোরতা না করেন তবে হতে পারে বাচ্চা ধীরে ধীরে এটা আরও বেশি করবে আর খোদা না করুক সমাজে বদনাম হয়ে যাবে।

পেন্সিল চুরি থেকে ডাকাতি

কথিত আছে যে, এক ভয়ংকর ডাকাতকে গ্রেফতার করা হলো তার বিরুদ্ধে খুন ও ডাকাতির অভিযোগ ছিল এবং তাকে ফাঁসির আদেশ দেয়া হয়েছিল। ফাঁসির সময় তাকে শেষ ইচ্ছার কথা জিজ্ঞেস করা হলো তো সে তার মায়ের সাথে সাক্ষাত করার আকাঙ্ক্ষা ব্যক্ত করল সুতরাং তার মাকে

www.dawateislami.net

সংবাদ পৌঁছানো হলো, তার মাকে দেখে সে তার উপর হামলা করল আর প্রহার করা শুরু করে দিল, আইনের লোকেরা ওই জালিম সন্তানের কাছ থেকে ওই মাকে উদ্ধার করল তাকে মৃত্যুর আগে এই কাজের কারণ জিজ্ঞাসা করল তখন সে বলল: আমাকে ফাঁসির মঞ্চে আমার মা পৌঁছিয়েছে, আমি ছোটবেলায় স্কুলের ছাত্রদের জ্ঞানের পেন্সিল চুরী করতাম আর ঘরে এনে আমার মাকে দেখাতাম, আর আমার মা আমাকে এই ভুল কাজের প্রতি নিরুৎসাহিত করত না বরং মুচকি হেসে চুপ হয়ে থাকত, আমি মনে করলাম যে, আমি কোন ভালো কাজ করেছি, আমার উৎসাহ বেড়ে গেল আর আমি চুরী করতে লাগলাম, সাহস বড় হয়ে গেল তো আমি ডাকাতি করা শুরু করে দিলাম, এই লুঠতারাজের মাঝে আমি অনেক খুন করেছি আর আমি "ভয়ংকর ডাকাত" এ পরিণত হলাম শেষ পর্যন্ত পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছি আর আজ নিজের মায়ের ভুল শিক্ষার কারণে কিছুক্ষণ পরই আমার গলায় ফাঁসির রশি ঝুলানো হবে।

চাঁদার মাসআলা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! চাঁদা গ্রহণকারীর উপর ফরজ হলো এই বিষয়ে জরুরী মাসআলাসমূহ শিখা। চাঁদা গ্রহণের নিয়ম হলো যেই বিষয়ে চাঁদা নেওয়া হয়েছে সেগুলোকে সেই কাজ ছাড়া অন্য কোন কাজে ব্যবহার করা গুনাহ। (চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোর, পৃ:২০)

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বলেন: "আমার প্রত্যেক যিম্মাদার ইসলামী ভাইয়ের খেদমতে আমার আবেদন যে, যাকে চাঁদা বা কুরবানীর চামড়া সংগ্রহ করার অনুমতি দিবেন তাকে শরয়ী মাসআলা সম্পর্কে অবগত করুন।" ফতোওয়ায়ে রযবীয়া ও বাহারে শরীয়ত ইত্যাদি গ্রন্থে এই

www.dawateislami.net

মাসআলাগুলো রয়েছে সেখান থেকে অধ্যয়ন করুন। এমনকি এই কিতাব "চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোর" পড়ার ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনদেরকে কঠোরভাবে তাকিদ দিন, যেই মাসআলা বুঝতে কষ্ট হবে সেটাকে নিজের বুদ্ধিতে সমাধান করার ভুলের পরিবর্তে ওলামায়ে আহলে সুন্নাতের সাথে যোগাযোগ করুন। যদি দাওয়াতে ইসলামীর প্রত্যেক যেলি পর্যায়ের যিম্মাদার ইসলামী ভাই (ও ইসলামী বোন) নিজের ও নিজের অধীনস্থদের প্রশিক্ষণের দায়িত্ব নিয়ে নেয় তবে اِنْ شَآءَ الله লাখো ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনের প্রশিক্ষণ হয়ে যাবে। এই প্রসঙ্গে উচ্চ পদস্থ যিম্মাদারদের সাথে মিলে "মাদানী সংগঠন" চালাতে হবে। (চাঁদা সম্পর্কিত প্রশ্নত্তোর, পৃ: ৪৩)

আপনাদের উৎসাহের জন্য এই কিতাবে QR কোড দেওয়া হয়েছে এটা থেকে ফ্রি ডাউনলোড করে এই কিতাবটি পড়তে পারবেন, ভালো ভালো নিয়ত সহকারে অপরকেও শিয়ার করুন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

ফড়িংয়ের পায়ে সুতো

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! বিনা অনুমতিতে অন্যের জিনিস ব্যবহার করা শরয়ীভাবে জায়িয নেই। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শৈশবকাল থেকেই অপছন্দনীয় শরয়ী পরিপন্থী কার্যাদি থেকে বেঁচে থাকতেন তিনি বলেন: আমি ছোটবেলায় দেখেছি যে, মালিকের অনুমতি ব্যতীত কিছু

www.dawateislami.net

বাচ্চা উট ও ঘোড়ার গাড়িতে চড়ত আর যখন মালিক তাদেরকে চাবুক মারত তখন তাদের পড়ে যাওয়ার ঝুঁকিও ছিল। আমি কখনো উটের গাড়িতে মালিকের অনুমতি নিয়ে উঠতাম কারণ সেটা খালি যাচ্ছিল আর এইভাবে পায়ে হেঁটে সফর করতে হত না আর সময়ও বেঁচে যেত। এরকমই কিছু বাচ্চা ফড়িং (Grasshopper) এর গলায় সুতো বেঁধে উড়াতো যার কারণে সেটা ছটপট করত আর বাচ্চারা মজা নিত আর কিছু বড় বড় ছেলে সেটার পায়ের সুতো বেঁধে ফেলত যার কারণে সেটির পা ভেঙ্গে যেত।

(মাসিক ফয়যানে মদীনা, জুলাই ২০২৪, পৃ: ১৯)

পশুর উপর জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকুন

ফড়িং হলো একটি উড়ন্ত পোকা এটি হালাল প্রাণী যেটা যবেহ করা ব্যতীত খাওয়া হালাল যেমন মাছ। মনে রাখবেন! যদি কোনো মানুষ অন্যায়ভাবে কোন পশুকে হত্যা করে বা সেটাকে ক্ষুধার্ত ও পিপাসার্ত রাখে তো কিয়ামতের দিন তার কাছ থেকে সেটার মতই প্রতিশোধ নেওয়া হবে যেটা সে পশুর উপর জুলুম করেছে বা সেটাকে ক্ষুধার্ত রেখেছে। পশুর উপর জুলুম করা কঠিন গুনাহের কাজ আর মযলুম পশুর বদ দোয়া কবুল হয়ে থাকে। ওলামায়ে কেরাম বলেন: পশুর উপর জুলুম করা মানুষের উপর করার চেয়ে বেশি গুনাহ (মিরাতুল মানাজীহ, ৫/১৬১) কেননা মানুষ তো অন্য কাউকে নিজের কষ্টের কথা ব্যক্ত করতে পারে, কিন্তু বোবা প্রাণীগুলোক কাকে বলবে? বরং তাদের তামাশাও দেখবেন না কেননা শুধুমাত্র নফস (অর্থাৎ মজা নেওয়ার) জন্য এমন প্রাণীর মাথা বাঁধা, তার ছটপট করতে দেখে মজা নেওয়া, হাসাহাসি করা, অট্টহাসি দেওয়া এবং তামাশা দেখা উদাসিনতার আলামত। আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বাচ্চাদেরকে উপদেশ দিতে গিয়ে বলেছেন:

www.dawateislami.net

مت کتّے بلی کو مارو تڑپیں گے بے چارے بچو!
کیڑوں کو بے کار نہ مارو اچھے بچو! پیارے بچو!
چیونٹی کو بے کار نہ مارو اچھے بچو! پیارے بچو!

মত কুত্তে বিল্লি কো মারো তড়পেঙ্গে বে চারে বাচ্চো!
কিড়ো কো বেকার না মারো আচ্ছে বাচ্চো! পিয়ারে বাচ্চো!
চিউঁটী কো বেকার না মারো আচ্চে বাচ্চো! পিয়ারে বাচ্চো!

(ওয়াসায়িলে ফেরদৌস, পৃ:৪৮)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

রাতের বেঁচে যাওয়া খাবারের সমাধান

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه শৈশবকালেই ঘরে যদি রাতের খাবার বেচে যেত তখন সেগুলো ফকিরদেরকে দিয়ে দিতেন কেননা তখন ফ্রিজের নাম নিশানাও ছিল না সুতরাং বেচে যাওয়া খাবার কোথাও রাখা হতো? অনেক লোক বেচে যাওয়া খাবারগুলো বাহিরে খোলা আসমানের নিচে ফেলে দিত। কেউ কেউ খোলা জায়গায় রশি বেঁধে লটকিয়ে দিত অথবা লোহার তৈরী খাঁচায় রেখে দিত যাতে বাতাশ লাগে আর খাবার আগামীকাল পর্যন্ত ভালো থাকে অতঃপর যখন ফ্রিজ আবিষ্কার হলো তখন সাধারণ লোকেরা বেচে যাওয়া খাবার তাতে জমা করতে থাকে।

(মাদানী মুযাকারা, ২৬ রবিউল আউয়াল ১৪৪১, ২৩ নভেম্বর ২০১৯)

পাকিস্তানে ফ্রিজ (রিফ্রেজারেটর) কোন এক বিশেষ সালে হঠাৎ ব্যাপক হয়নি, বরং ধীরে ধীরে ১৯৫০ এবং ১৯৬০ এর কয়েক দশকে ঘরে ঘরে আসতে শুরু করেছে। প্রাথমিক পর্যায়ে বেশিরভাগই আমদানি করা হতো আর শুধুমাত্র বড় বড় শহর ও উন্নত পরিবারের মধ্যে পাওয়া যেত। ১৯৭৬ এবং ১৯৮০ সালে কিছু কোম্পানি পাকিস্তানে ফ্রিজের স্থানীয় কারখানা শুরু করে যারা ফ্রিজ ঘরে ঘরে পৌঁছাতে থাকে।

www.dawateislami.net

সাদা-কালো টিভির দূর্ভাগ্যের কারণে ঘরে ঘরে সিনেমার যাত্রা

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর ছোটবেলায় রেডিও ছিল এরপর যখন সাদা-কালো টিভি আবিষ্কার হলো তখন বড় বড় মাঠে টিভি লাগানো হতো আর টিকিট কেটে মানুষ সিনেমা দেখার জন্য যেত কিছুদিন পর টিভি রঙিন হয়ে গেল কিন্তু আমীরে আহলে সুন্নাত কখনো টিভিতে কখনো কোন প্রোগ্রাম দেখেনি আর না শোনার জন্য কোন জায়গায় গিয়েছেন সময়ের সাথে সাথে ধীরে ধীরে মন্দ কার্যাদি বাড়তে লাগল অতঃপর সংবাদ আসল যে, সরকার ভিসিআর এর লাইসেন্স চালু করেছে এইভাবে সিনেমা আর গুনাহের বাজার গরম করেছে আর এখন তো ইন্টারনেট, স্মার্ট ফোনের মাধ্যমে প্রতিটি জিনিস ক্লিক করলেই ঘরে ঘরে সিনেমার পরিবর্তে প্রতিটি পকেটে এমন প্রযুক্তি রয়েছে যেটাই চাই দেখতে বা শুনতে পারে। আল্লাহ পাক আমাদেরকে সর্বদা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার তাওফিক দান করুক।

اٰمِين بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيّٖن صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب ❀❀❀ صَلَّى اللهُ عَلٰى مُحَمَّد

(অব্যাহত রয়েছে)

اِنْ شَآءَ اللهُ الْكَرِيْم! দ্বিতীয় পর্ব তথা "আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশবকালের ঘটনাবলী" আপনি পড়তে পারবেন: মুরগি ও বোকা কবুতরের আশ্চর্যকর কাহিনী আমীরে আহলে সুন্নাতের মুখে, এক বাহাদুরের শিক্ষণীয় মৃত্যু, কৃষকের এগারজন ছেলের ঘটনা এবং আশিকে আলা হযরত, আমীরে আহলে সুন্নাতের আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه এর প্রথম পরিচিতির অন্যান্য ঘটনাবলী।

www.dawateislami.net

সূচীপত্র

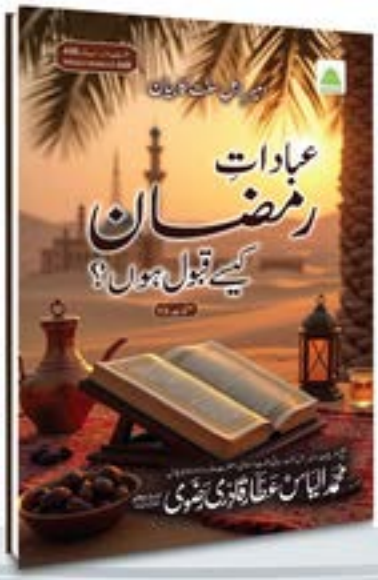
প্রথমে এটি পড়ে নিন ১
দোয়ায়ে খলিফায়ে আমীরে আহলে সুন্নাত: ৩
আশিকে দরুদ ও সালাম ৩
বাবার স্মরণ কাঁদিয়ে দিল (ঘটনা) ৪
প্রতিটি চুলের বিনিময়ে একটি করে নেকী ৬
বেলাদতে আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه ৭
গৌগলী (মিঠাদর, করাচীর) সেই ঘরের স্মৃতি ৮
আমীরে আহলে সুন্নাতের সবচেয়ে প্রথম মসজিদ ৯
আমীরে আহলে সুন্নাতের পরামর্শ ১০
আমীরে আহলে সুন্নাতের স্কুল ১১
মাইর ভালো না ১২
আমীরে আহলে সুন্নাত ও বার্ষিক পরীক্ষার প্রস্তুতি ১২
ছোটবেলায় খোদাভীতির ঘটনা ১২
খোদাভীতি কাকে বলে? ১৪
আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশবে পকেট খরচ ১৫
বাচ্চাদেরকে এই কথাটি অবশ্যই বলবেন ১৬
অপহরণ থেকে সুরক্ষার ২টি অযিফা ১৭
আমীরে আহলে সুন্নাতের খেলনা ১৭
আমীরে আহলে সুন্নাতের সাইকেল ভেঙ্গে গেল ১৮
নাবালিগ বাচ্চার জিনিসের বিধান ১৮
ওই দুষ্ট বাচ্চাটি কে ছিল? ১৯
শৈশবে নিজের চোখে দেখা ঘটনা ১৯
আমীরে আহলে সুন্নাতের শৈশবের ৪টি স্মৃতি ১৯
আহলে বাইতে আতহার رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُمْ এর ভালোবাসা আমার হৃদয়ে (ঘটনা) ২১
নবী দৌহিত্র ইমামে আলী মকাম ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنْہُ এর প্রতি ভালোবাসা ...২৩

www.dawateislami.net

সাআদাতে কেরামের প্রতি আদব ও সম্মানের উদাহরণ..... ২৩
এই সময়টি চলে যাবে ২৫
মায়ের আনুগত্যের স্পৃহা ২৭
মসজিদের প্রতি ভালোবাসা..... ৩০
মসজিদ পর্যন্ত দৌড়? ৩০
আলিমে দ্বীনের অবমাননা ৩২
কুরআনে কারীমের আদব ও তারাবীর নামায.....৩৩
দরুদে পাক পড়ার ও পড়ানোর অনন্য ধরন ৩৩
আমীরে আহলে সুন্নাতের জীবনের সর্বপ্রথম নাত ৩৫
শৈশবের কিছু চাঁদার সতর্কতার বেদনাদায়ক ঘটনা ৩৭
পেন্সিল চুরি থেকে ডাকাতি.....৩৮
চাঁদার মাসআলা.....৩৯
ফড়িংয়ের পায়ে সুতো.....৪০
পশুর উপর জুলুম করা থেকে বেঁচে থাকুন ৪১
রাতের বেঁচে যাওয়া খাবারের সমাধান.....৪২
সাদা-কালো টিভির দূর্ভাগ্যের কারণে ঘরে ঘরে সিনেমার যাত্রা ৪৩

www.dawateislami.net

আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net